বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা
অষ্টবিংশতিতম খ- বার্ষিক সংখ্যা ১৪১৭

সুন্দরবনের সম্পদ সংগ্রহকারী ও সংশি-ষ্টদের আয় ও আয় বৈষম্য - একটি বিশে-ষণ*

কে এম নবীউল ইসলাম**
মোঃ নজর-ল ইসলাম***

১। ভূমিকা

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল ও পশ্চিম বাংলার অংশবিশেষ নিয়ে গঠিত সুন্দরবন পৃথিবীর একক বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল। এটি ইউনেস্কো ঘোষিত ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট। সুন্দরবনের মোট আয়তনের ৬০ শতাংশ এলাকা বাংলাদেশে অবস্থিত। বাংলাদেশের মোট আয়তনের ৪.২ শতাংশ এবং মোট বনাঞ্চলের ৪৪ শতাংশ এলাকা জুড়ে বিস-তৃত এ বনের প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক গুর-ত্ব অপরিসীম। প্রাণীজ, জলজ ও বনজ সম্পদ মিলিয়ে অফুরন্ড় প্রাকৃতিক সম্পদের আধার সুন্দরবন জীব-বৈচিত্র্যের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র। একই সাথে এই বন সংলগ্ন এলাকার লাখ লাখ মানুষের জীবন-জীবিকার উৎস হিসেবে অবদান রেখে আসছে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, গত কয়েক যুগ ধরে মাত্রাতিরিক্ত ও বেপরোয়া সম্পদ আহরণের ফলে সুন্দরবনের অনেক সম্পদ ও প্রজাতি বিলুপ্ত হতে চলেছে। সুন্দরবনের সম্পদ আহরণ বিশে-ষণ করলে একটি যে বড় বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায় তা হলো, আহরণকারীরা হত দরিদ্র থেকে যায় অথচ যারা সম্পদ আহরণ পরিচালনা করে তারা অর্থাৎ স্বার্থলোভী মধ্য স্বত্বভোগীরা বড় আকারের মুনাফা অর্জন করে। বলা বাহুল্য যে, তারা সমাজের ক্ষমতাশীনদের একাংশ (SBCP Report 2003, Rahman, CNRS 2007)। একটি বিশে-ষণে দেখা গেছে, সুন্দরবন প্রভাবিত অঞ্চলে (Sundarban Impact Zone-SIZ) অবস্থিত ১০টি উপজেলায় হত দরিদ্রের হার ৪২.৩ শতাংশ যেখানে বাংলাদেশের অবশিষ্ট উপজেলাগুলোয় এ হার ২৬.২ শতাংশ।[১] স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে কেন SIZ জনগোষ্ঠী চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করছে? তাহলে কি তাদের দারিদ্র্য অবস্থার জন্য সুন্দরবনের সম্পদ আহরণ প্রক্রিয়া দায়ী? মূলত এই প্রশ্নের সাথে সম্পর্কিত একটি বিশে-ষণ করা হয়েছে বিআইডিএস কর্তৃক পরিচালিত একটি সমীক্ষায়।[২]

---

*প্রবন্ধটি ইউ.এস.এইড এর অর্থায়নে Integrated Protected Area Co-Management (IPAC) - এর জন্য পরিচালিত "A Study of the Principal Marketed Value Chains Derived from the Sundarbans Reserved Forest" শীর্ষক সমীক্ষার উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে (Islam 2010)।

**সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, বিআইডিএস।

***রিসার্চ অফিসার, বিআইডিএস।

[১] BBS থেকে সংগৃহীত অপ্রকাশিত উপাত্তের ভিত্তিতে Head Count Ratio (HCR)-পদ্ধতিতে এই চরম দারিদ্র্যের (Extreme Poverty) হার নির্ধারণ করা হয়েছে।

[২] A Study of the Principal Marketed Value Chains Derived from the Sundarbans Reserved Forest, IPAC, IRG, 2010।

উক্ত সমীক্ষায় সুন্দরবনের সম্পদ আহরণ সম্পর্কিত একটি অর্থনৈতিক বিশেণ্ঢষণ সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এছাড়াও উক্ত বিশেণ্ঢষণে মূল্য-শৃংখলের বিশেণ্ঢষণ (Value Chain Analysis)-এর মাধ্যমে প্রতিটি ধাপে সম্পদ আহরণের সাথে সংশিণ্ঢষ্ট কারবারীদের (ক্রেতা-বিক্রেতাকে) মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্ক এবং আহরণ সম্পর্কিত বাধা ও প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে। যাহোক, বর্তমান প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য হচ্ছে সুন্দরবনের সম্পদ আহরণের সাথে সংশিণ্ঢষ্টদের আয় ও আয় বৈষম্য নিরূপণ করা। এজন্য প্রথমে উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য-শৃংখল এবং আহরণ-সংশিণ্ঢষ্ট কারবারীদের উপার্জনকৃত আয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

২। সুন্দরবনের উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য-শৃংখলের বিশেণ্ঢষণ

২.১। মূল্য-শৃংখল

মূল্য-কাঠামো উৎপাদন বা ব্যবসায়ের কর্মকাে ের কৌশলগত পরিকল্পনার জন্য একটি শক্তিশালী বিশেণ্ঢষণধর্মী পন্থা, যা সংশিণ্ঢষ্ট কারবারীদেরকে সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করে ও তাদের মধ্যে সম্পর্কের সেতুবন্ধন তৈরি করে, যা আবার বাজারের চাহিদা পূরণে সহযোগীতা করে। যেকোনো মূল্য-বিশেণ্ঢষণের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে কম মূল্যে বেশি মূল্য সংযোজন (Value Addition) করা। মূল্যসংযোজনের এই ধারণা সংশিণ্ঢষ্ট কার্যক্রমের টেকসই ও প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টিতে (sustainable competitive advantage) ভূমিকা রাখে। এরূপ পদক্ষেপ পণ্যের উৎপাদন, উৎপাদিত পণ্যের বণ্টন ও বিপণন ইত্যাদি কার্যাবলীর মধ্যে সংযোগ ও সমন্বয় সৃষ্টি করে। মূল্য-শৃংখলের প্রত্যেকটি ধাপ কাজ অনুসারে মূল্য নির্ধারণ করে বর্ধিত মূল্য সৃষ্টি করে। ব্যবসার লভ্যাংশ নির্ভর করে তা কতটা দক্ষতার সাথে মূল্যশৃংখলের বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করে। একজন সর্বশেষ ক্রেতা উৎপাদিত পণ্য বা সেবাকর্মের জন্য যে মূল্য পরিশোধ করতে চায়, তা সবগুলো ধাপের সংশিণ্ঢষ্ট মোট খরচের অধিক হতে হবে। যাহোক, বাস্ড়বে মূল্য-শৃংখল বিশেণ্ঢষণ একটি জটিল বিষয়, যা নিরূপণে নিরলস প্রচেষ্টা ও সময়ের প্রয়োজন হয়।

বর্তমান বিশেণ্ঢষণে সুন্দরবনের চারপাশ হতে যে সকল সম্পদ আহরণ করা হয় সেগুলো আহরণ থেকে ভোক্তা পর্যন্ড় যে মূল্যসংযোজিত হয়, তা মূল্য-শৃংখল বিশেণ্ঢষণের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে। তবে এ আলোচনায় রপ্তানিযোগ্য দ্রব্য অর্থাৎ রপ্তানিকারকদেরকে সম্পৃক্ত করা হয়নি, কেবল দেশীয় ও স্থানীয় পেশাজীবিদের সম্পৃক্ততা বিবেচনা করা হয়েছে। সুন্দরবনের সম্পদের বাজার ব্যবস্থাপনার মৌলিক কাঠামো চিত্র ১ এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

চিত্র ১

সুন্দরবন থেকে আহরিত পণ্যের বাজার ব্যবস্থাপনার মৌলিক কাঠামো

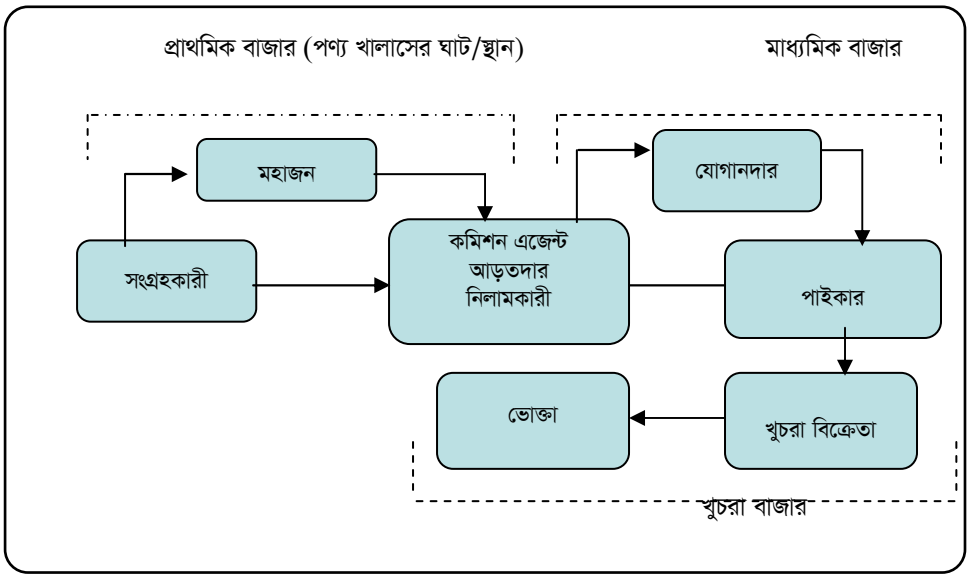

২.২। মূল্য-শৃংখলের বিভিন্ন ধাপে মূল্য পরিবর্তনের সার্বিক অবস্থা

সহজভাবে বলতে গেলে, সুন্দরবনের উৎপন্ন দ্রব্যাদি সংগ্রহকারীদের কাছ থেকে পর্যায়ক্রমে ফড়িয়া/ব্যাপারী, ছোট মহাজন, বড় মহাজন, আড়তদার, পাইকার ও সবশেষে খুচরা ব্যবসায়ীর হাত হয়ে বাজারজাত হয় (চিত্র ২)। অর্থনৈতিক পরিমাপের মূল সূচকগুলো হচ্ছে খরচ, মুনাফা, আয় ও বিনিয়োগ কাঠামো। এগুলো মূল্য-শৃংখল বিশেণ্টষণের বিভিন্ন পর্যায় চিত্রায়নে বিশেষ গুর"ত্ব বহন করে। তবে অনেকসময় বিভিন্ন স্ড়রে সুচার"ভাবে খরচ, মূল্য-ব্যবধান এবং মুনাফা নির্ধারণ করা জটিল; শুধুমাত্র বিক্রয়মূল্য সঠিক ভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব। এজন্য বর্তমান গবেষণায় শুধুমাত্র বিক্রয়মূল্যের ক্ষেত্রে মূল্যসংযোজন বিবেচনা করা হয়েছে।

চিত্র ২

সুন্দরবন সংশিণ্টষ্ট পেশাজীবিদের বাজার ব্যবস্থাপনা ও মূল্য-শৃংখলের সার্বিক চিত্র (% খুচরা মূল্যের)

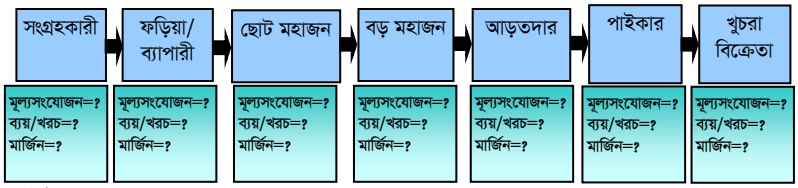

মার্জিন = মূল্যসংযোজন – খরচ

সমস্যাটি আরও জটিল আকার ধারণ করে যখন পেশাজীবিরা নিয়ম বহির্ভূতভাবে লেনদেন করে এবং একই পেশাজীবি একই সাথে অনেকগুলো কাজ করে। উদাহরণস্বরূপ, কিছু ফড়িয়া ছোট মহাজনকে পাশ কাটিয়ে সরাসরি বড় মহাজন অথবা আড়তদারের কাছে পণ্য বিক্রি করে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অন্য মধ্যস্থতাকারী ব্যবসায়ীরাও অনুরূপ কাজ করে। সুতরাং বিক্রয়মূল্য বা মূল্যসংযোজন সবক্ষেত্রে নিয়মমাফিক হয় না। অন্যদিকে কোনো কোনো ব্যাপারী, মহাজন, আড়তদার সরাসরি নিজেরাই সংগ্রহ কার্যক্রম পরিচালনা করে। ফলে তারা লাভের অংশ কয়েকভাবে তুলে নেয়। প্রথমত, তারা লভ্যাংশ পায় অংশগ্রহণের জন্য; দ্বিতীয়ত, লভ্যাংশ পায় বিনিয়োগের জন্য; তৃতীয়ত, বাজার মূলের চেয়ে কম মূল্যে পণ্য কিনতে পারে; এবং চতুর্থত, তাদের স্বাভাবিক মুনাফাতো আছেই। যে সকল সংগ্রহকারী মজুরীর ভিত্তিতে কাজ করে, তাদের কোনো মূলধন থাকে না। ফলে মূল্য নির্ধারণে তাদের কোনো ভূমিকা থাকে না।

নীতিগতভাবে বলা যায়, প্রথম বিক্রেতার বিক্রয়মূল্য পরবর্তী ক্রেতার ক্রয়মূল্যের সমান হবে। যেহেতু কিছু ব্যবসায়ী অন্যদের পাশ কাটিয়ে সরাসরি বড় ব্যবসায়ীর কাছে পণ্য বিক্রি করে সেহেতু সকল পণ্যের বিক্রয়মূল্য এবং মূল্যসংযোজন একই নিয়মানুসারে হিসাব করা যায় না। সংশিণ্টষ্ট অংশগ্রহণকারী ভেদে উলেণ্টখযোগ্যভাবে ক্রয়মূল্য এবং বিক্রয়মূল্যের তারতম্য লক্ষ করা যায়। সেজন্য বর্তমান সমীক্ষায় গড় ক্রয়মূল্য ও গড় বিক্রয়মূল্য হিসাব করে স্থূল (Gross) ও নীট (Net) আয় প্রাক্কলন করা হয়েছে। সংগ্রহের পদ্ধতি এবং কারবারীদের মধ্যে মূল্যের ভাগাভাগী খুবই জটিল এবং সে কারণে শুধুমাত্র আয় ব্যয়ের হিসাব করা কঠিন। বর্তমান সমীক্ষায় মোট ৯টি পণ্যের জন্য মূল্য-শৃংখলের উপর বিশেণ্টষণ দেখানো হয়েছে।[৩] পণ্যগুলো হলো যথাক্রমে: (১) গোলপাতা, (২) গুড়া[৪] মাছ, (৩) সাদা[৫] (বড়) মাছ, (৪) ইলিশ, (৫) গলদা চিংড়ি (বড়), (৬) বাগদা চিংড়ি (বড়), (৭) চিংড়ি পোনা (গলদা ও বাগদা), (৮) কাঁকড়া এবং (৯) মধু ।

২.২.১। গোলপাতা

গোলপাতা গরীবের ঢেউটিন হিসেবে পরিচিত। এটি মূলত ঘরের চাল তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। সাধারণত এক নৌকা গোলপাতা আহরণ করতে ৩২ দিন সময় লাগে। আহরণকৃত গোলপাতা অধিকাংশ ক্ষেত্রে কাহনে গণনা করা হয় (১ কাহন = ১৬ পণ, ১ পণ = ৮০টি গোলপাতা)। গোলপাতা আহরণের স্থান হতে প্রথম খালাসের ঘাট বা স্থানের গড় আনুমানিক দূরত্ব ৫০ কিলোমিটার। একটি ট্রিপে একজন মাঝিসহ ৮ থেকে ১০ জন সংগ্রহকারী (বাওয়ালী) থাকে। জরিপে দেখা গেছে, ১০ জন আহরণকারীর একটি নৌকা গড়ে প্রায় ১,০০০ পণ গোলপাতা সংগ্রহ করে, যার ওজন প্রায় ৫০০ থেকে ৫৫০ মনের কাছাকছি। গোলপাতা বিক্রয়ের পরিমাণ, মূল্য, আয়-ব্যয়, মূলধন, মূল্যসংযোজন ইত্যাদি বিষয়ে যাবতীয় তথ্য সারণি ১এ তুলে ধরা হয়েছে।

---

[৩] গাছ সংগ্রহের ক্ষেত্রে বন বিভাগের নিষেধাজ্ঞা বলবৎ আছে। এদিকে সিডর পরবর্তী সময়ে গরানের উপরও অনুরূপ নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকায় বর্তমান সমীক্ষায় কাঠ ও গরান অন্ড়র্ভুক্ত করা যায়নি।

[৪] গুড়া মাছ বলতে সুন্দরবনের স্থানীয়রা ছোট প্রজাতির মাছকে বোঝায়, যাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে আমাদী, ফ্যাইসা, চেলা, কাউন বা যে কোনো ধরনের ছোট মাছ।

[৫] সুন্দরবন এলাকায় বড় মাছকে 'সাদা' মাছ বলা হয়।

সারণি ১
গোলপাতার বিক্রয়মূল্য, মূল্যসংযোজন ও আয়-ব্যয় এর হিসাব

বিক্রেতার ধরন	গোলপাতার বিক্রয়মূল্য মূল্যসংযোজন ও আয়-ব্যয়							
	গড় বিক্রয় মূল্য/ পণ	বিক্রয় মূল্যের উপর মূল্য সংযোজন	মাসিক গড় বিক্রয়ের পরিমাণ (পণ)	স্থূল আয় (মাসিক)	মাসিক ব্যয়	নীট আয় (মাসিক)	চলতি মূলধন (WC)	নীট আয় চলতি মূল ধনের (%)
সংগ্রহকারী	৯৮	৪৯.৭	১০৪ (০.৬)	১০,১৯২ (২.৯)	৩,৬৪৭	৬,৫৪৫ (২.৭)	-	-
মাঝি/ব্যাপারী	১২০	১১.২	৬৪১ (৩.৭)	১৪,১০২ (৪.১)	৩,৯৩৮	১০,১৬৪ (৪.২)	৮,৩৩৩	১২১.৯৭
ছোট মহাজন	১৪৫	১২.৭	১,১৫০ (৬.৬)	২৮,৭৫০ (৮.৩)	৬,৬৯১	২২,০৫৯ (৯.০)	৯৭,৩০৮	২২.৬৭
বড় মহাজন	১৪৮	১.৫	৪,৮৬৫ (২৭.৭)	১৩৬,২২০ (৩৯.৪)	৪৬,৩১৫	৮৯,৯০৫ (৩৬.৮)	৩৮৫,৭১৪	২৩.৩১
আড়তদার	১৬০	৬.১	৭,১৮৪ (৪০.৯)	১০৭,৭৬০ (৩১.২)	২৫,৯২০	৮১,৮৪০ (৩৩.৫)	৩২৫,০০০	২৫.১৮
পাইকার	১৭০	৫.১	২,৮৬৭ (১৬.৩)	২৮,৬৭০ (৮.৩)	৮,৬৪৯	২০,০২১ (৮.২)	২৬৬,৬৬৭	৭.৫১
খুচরা বিক্রেতা	১৯৭	১৩.৭	৭৩৬ (৪.২)	১৯,৮৭২ (৫.৮)	৬,৪০০	১৩,৪৭২ (৫.৫)	১০৬,৩৬৪	১২.৬৭
মোট	-	১০০.০	১৭,৫৪৭ (১০০.০)	৩৪৫,৫৬৬ (১০০.০)	-	২৪৪,০০৬ (১০০.০)	-	-

নোট: ১ কাহন = ১৬ পণ, ১ পণ = ৮০টি গোলপাতা। চলতি মূলধনের আনুপাতিক হারে আয় দেখানো হয়েছে। সাধারণভাবে একজন বিক্রেতার গড় বিক্রয়মূল্য পরবর্তী ক্রেতার গড় ক্রয়মূলের সমান হওয়ার কথা। কিন্তু কিছু ব্যবসায়ী মধ্যস্থতাকারী ছাড়া সরাসরি বড় ব্যবসায়ীর কাছে পণ্য বিক্রি করে। এই সকল কারণে বিক্রয়মূল্য বা বিক্রয়মূল্য সংযোজন সব ক্ষেত্রে একই নিয়মে হয় না। বাস্ড়বে এমনকি একই ব্যবসায়ীর জন্য বিক্রয়মূল্য এবং ক্রয়মূল্য ভিন্ন ভিন্ন হয় যার ফলে গড় বিক্রয়মূল্যের সাথে গড় ক্রয়মূল্যের সমন্বয় করে স্থূল ও নীট আয়ের হিসাব করা হয়েছে। এদিকে সংগ্রহকারী যারা অন্যের হয়ে বা বেতনে কাজ করে তাদের কোনো মূলধন থাকে না। ব্র্যাকেটের সংখ্যা কলাম-এর আনুপাতিক হারে আয় দেখানো হয়েছে।

মূল্যসংযোজন (Value Addition) ও ব্যবসার পরিসর (Volume of Trade)

এই পর্যায়ে প্রধান উদ্দেশ্য হলো, মোট (সংগ্রহ থেকে খুচরা বিক্রি পর্যন্ড়) বিক্রয়মূল্যের উপর মূল্যসংযোজন বের করা, যা সংগ্রহকারী হতে ভোক্তা পর্যন্ড় ধাপে ধাপে হয়ে থাকে। চিত্র ৩ হতে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, মোট বিক্রয়মূল্যের উপর সংগ্রহকারী সবচেয়ে বেশি মূল্যসংযোজন করে (৪৯.৭ শতাংশ)। সংগ্রহকারীর পরে পর্যায়ক্রমে আসে খুচরা বিক্রেতা, ছোট মহাজন, মাঝি/ব্যাপারী, আড়তদার, পাইকারী বিক্রেতা ও বড় মহাজন। এখানে লক্ষণীয় যে, সবচেয়ে কম মূল্যসংযোজন করে বড় মহাজন, মাত্র ১.৫ শতাংশ।

চিত্র ৩

গোলপাতার বিক্রয়মূল্য সংযোজন (শতাংশে)

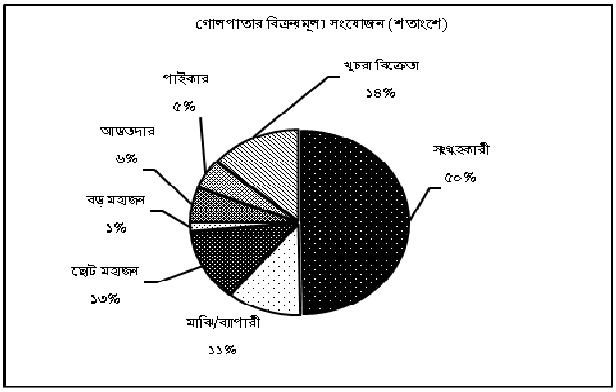

শুধু বিক্রয়মূল্য অথবা মূল্য সংযোজন ব্যবসা বা মুনাফার সার্বিক চিত্র নয়। একজন বিক্রেতা কি পরিমাণ পণ্য কেনা-বেচা করলো তাও বিবেচনা করতে হবে। ক্রেতা বিক্রেতা ভেদে পণ্যের পরিসরের একটি তুলনামূলক চিত্র পাওয়া যাবে সারণি ১ হতে। ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে সবচেয়ে বড় পরিধির ব্যবসা করে আড়তদার (৪০.৯ শতাংশ)। এরপরেই যথাক্রমে বড় মহাজন (২৭.৭ শতাংশ), পাইকার (১৬.৩ শতাংশ) ও খুচরা বিক্রেতার অবস্থান (৪.২ শতাংশ)। সবচেয়ে নিচের স্ড়রের বিক্রেতা হচ্ছে সংগ্রহকারী। তারা মোট বিক্রয়ের এক শতাংশেরও কম (০.৬ শতাংশ) বিক্রয় করে।

স্থূল আয় ও নীট আয় (Gross returns and net returns)

প্রত্যেকটি ব্যবসায়ের মাসিক স্থূল ও নীট আয় আলাদাভাবে বের করা হয়েছে (সারণি ১)। মাসিক নীট আয় হিসাব করা হয়েছে মাসিক স্থূল আয় হতে মাসিক ব্যয় বাদ দিয়ে। সারণি ১ হতে দেখা যাচ্ছে বড় মহাজন এবং আড়তদার সবচেয়ে বেশি আয় করে থাকে। মাসিক স্থূল ও নীট আয়ের হিসাব পরীক্ষা করলে দেখা যায়, তারা মোট মাসিক স্থূল ও নীট আয়ের যথাক্রমে ৩৭ ও ৩৯ শতাংশ আয় করেন। অন্যদের স্থূল ও নীট আয় যথাক্রমে আড়তদার ৩১-৩৪ শতাংশ, ছোট মহাজন ৮-৯ শতাংশ, পাইকার ৮ শতাংশ ও খুচরা বিক্রেতা ৬ শতাংশ। অন্যদিকে সংগ্রহকারীর স্থূল ও নীট আয় মাত্র ৩ শতাংশ।

আয়ের মাত্রা বা লভ্যাংশ নির্ভর করে বিনিয়োগের উপর। যেহেতু মাঝী বা ব্যাপারীর চালান খুব কম, সেহেতু তাদের আয় চালানের অনুপাতে অনেক বেশি (১২১ শতাংশ)। মাঝী বা ব্যাপারীকে বাদ দিলে চালানের অনুপাতে আড়তদারের আয় অনেক বেশি (২৫.২ শতাংশ), তারপরেই বড় মহাজন (২৩.৩ শতাংশ) এবং ছোট মহাজন (২২.৭ শতাংশ) এর অবস্থান। চালান অনুপাতে পাইকার বা খুচরা বিক্রেতার আয় ৭ থেকে ১৩ শতাংশ।

২.২.২। গুড়া মাছ

সুন্দরবনকে ঘিরে অসংখ্য নদী, খাল, মোহনা/খাড়ি এবং সাগর জালের মতো ছড়িয়ে আছে যেখানে নানা ধরনের গুড়া মাছের আবাসস্থল। গুড়া মাছ বলতে সুন্দরবনের স্থানীয়রা ছোট প্রজাতির মাছকে বোঝায়, যাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে আমাদী, ফ্যাইসা, চেলা, কাউন বা যে কোনো প্রকার ছোট মাছ। এই বিশাল জলাভূমি (১৭৫,০০০ বর্গ কি. মি.) ও গুড়া মাছ সুন্দরবন প্রভাবিত অঞ্চলে (SIZ) বসবাসরত সাধারণ জনগণের জীবিকার একটি উৎস। সাধারণত গুড়া মাছ এর ট্রিপ এক সপ্তাহকাল স্থায়ী হয়, কিছু কিছু ক্ষেত্রে আবার প্রতিদিনও মাছ ধরা হয়। তবে অমাবস্যা ও পূর্ণিমার উপর ভিত্তি করে মাসে দুইটি গোন পাওয়া যায়—ভরা গোন ও মরা গোন। প্রত্যেক গোনে চার থেকে পাঁচ দিন প্রচুর মাছ ধরা যায়। বাকি দিনগুলোতে মাছ কম পাওয়া যায়। দুই থেকে চার জন সংগ্রহকারী বিশিষ্ট একটি নৌকায় গড়ে ৬০ থেকে ১২০ কেজি মাছ ধরা হয়।

সাধারণত ফড়িয়া জেলে চুক্তিবদ্ধ আড়তদার বা পাইকার ছাড়া অন্য কারো কাছে মাছ বিক্রি করতে পারে না। ফলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তারা মাছের ন্যায্য মূল্য পায় না। তবে গুড়া মাছের ক্ষেত্রে ফড়িয়ারা মাছ ধরার স্থান হতেও মাছ বিক্রি করতে পারে। কিছু ফড়িয়া সরাসরি মাছ সংগ্রহের সাথে জড়িত থাকে, এরা কোনো কোনো সময় গ্রামে-গঞ্জে ফেরী করে মাছ বিক্রি করে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে গুড়া মাছের আয়-ব্যয় বের করা খুবই জটিল, কারণ সংগ্রহকারীরা গুড়ামাছের সাথে অন্যান্য জলজ সম্পদ যেমন, কাকড়া, শামুক, চিংড়ি এবং বড় মাছও আহরণ করে। অন্যান্য সম্পদ আহরণের মতো এখানেও কিছু মধ্যস্থতাকারী বিক্রয় কার্যক্রমের সাথে সরাসরি জড়িত থাকে। উদাহরণস্বরূপ, কিছু ফড়িয়া নিজেই সংগ্রহকারী, আবার কিছু মহাজন নিজেই আড়তদার বা পাইকারের ভূমিকা পালন করে। বর্তমান সমীক্ষায় মূলত গুড়া মাছ সংগ্রহ ও বিক্রয়ের সাথে সংশিণ্টষ্টদের আয়-ব্যয়ের হিসাব করা হয়েছে।

মূল্যসংযোজন ও ব্যবসার পরিসর

দেখা গেছে, সংগ্রহকারী হতে ভোক্তা পর্যন্ড় মোট মূল্যের হিসেবে সংগ্রকারীরা সবচেয়ে বেশি মূল্যসংযোজন করে, প্রায় দুই তৃতীয়াংশ (৬৪.৬ শতাংশ)। সংগ্রহকারীর পরে খুচরা বিক্রেতা বেশি মূল্যসংযোজন করে (১২.৩ শতাংশ)। এরপরে যথাক্রমে ফড়িয়া (৯.২ শতাংশ), পাইকারী বিক্রেতা (৭.৭ শতাংশ), আড়তদার (৪.৬ শতাংশ) ও ছোট মহাজন (১.৫ শতাংশ) এর অবস্থান।

সংশিণ্টষ্ট অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে আড়তদার সবচেয়ে বেশি পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করে থাকে (৭২.৭ শতাংশ), তারপরে পাইকার (১১.৮ শতাংশ), খুচরা বিক্রেতা (৫.২ শতাংশ) এবং ছোট মহাজন (৫.০ শতাংশ)। ফড়িয়া এবং সংগ্রহকারী কম পরিমাণে পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করে যথাক্রমে ৪.৭ শতাংশ ও ০.৬ শতাংশ।

স্থূল আয় ও নীট আয়

সংশিণ্টষ্ট আহরণকারীদের মধ্যে আড়তদারের নীট আয় সবচেয়ে বেশি, প্রায় ৮৯,০০০ টাকা (চিত্র ৪)। আনুপাতিক হিসাবে আড়তদারের স্থূল ও নীট আয় প্রায় ৫৯ শতাংশ। পাইকার, খুচরা বিক্রেতা ও ছোট মহাজনের ক্ষেত্রে এ হার যথাক্রমে ১২-১৩, ৮-৯ ও ৭-৯ শতাংশ। সংগ্রহকারী ও ব্যাপারীর মোট ও নীট আয় প্রায় ৫ থেকে ৬ শতাংশ। সংগ্রহকারীর চেয়ে আড়তদারের আয় প্রায় ১৬ গুণ বেশি। বিনিয়োগের দিক দিয়ে খুচরা বিক্রেতার অবস্থা সবচেয়ে ভালো (৭৮.৭ শতাংশ)। খুচরা বিক্রেতার

পরেই যথাক্রমে ফড়িয়া (১২.৯ শতাংশ), আড়তদার (১১.১ শতাংশ), ছোট মহাজন (১০.৯ শতাংশ) ও পাইকার (৯.১ শতাংশ) এর অবস্থান ।

চিত্র ৪
গুড়া মাছের মাসিক নীট আয় (টাকায়)

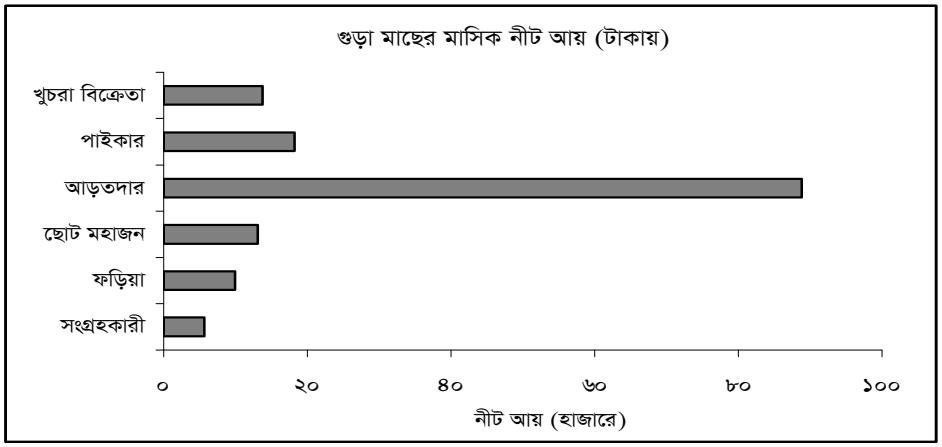

২.২.৩। সাদা (বড়) মাছ

সাদা মাছের মধ্যে অন্যতম প্রজাতি হচ্ছে রূপচাঁদা, ভোলা, ভেটকী, পাঙ্গাস, পাইরা ইত্যাদি। গুড়া মাছের মতো সাধারণত সাদা মাছও সপ্তাহকালব্যাপী সংগ্রহ করা হয়। অল্প কিছু ক্ষেত্রে দৈনন্দিন ভিত্তিতেও সংগ্রহ করা হয়। সাধারণভাবে তা নির্ভর করে গোনের উপর। অন্যান্য মাছের মতো সাদা মাছের ক্ষেত্রেও দুইটি গোন আছে যেমন, ভরা গোন ও মরা গোন। প্রত্যেক গোন ৪ থেকে ৬ দিন স্থায়ী হয়। বাকি দিনগুলোতে মাছ কম পাওয়া যায়। ৪ থেকে ৮ জন সংগ্রহকারীর একটি নৌকা মাসে দুই বার সুন্দরবন যেতে পারে এবং প্রতি চালানে গড়ে ৪ থেকে ৫ মন মাছ ধরা হয়।

সাধারণত সাদা মাছের ক্ষেত্রে মাঝীর বিশেষ কোনো ভূমিকা থাকে না। নৌকার ইঞ্জিন চালানোর তেল, জাল মেরামত এবং মাঝী ও সংগ্রহকারীদের খাবার সহ যাবতীয় উপকরণের খরচ মালিক বহন করে এবং হিসাবের সময় পরিচালন ব্যয় বাদ দিয়ে আয় হিসাব করা হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে লভ্যাংশ ভাগাভাগী করা হয়। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংগ্রহকারীরা বেতনে কাজ করে থাকে। প্রতিটি চালানে ৫ থেকে ১০ হাজার টাকা খাদ্য বাবদ খরচ হয়।

মূল্যসংযোজন ও ব্যবসার পরিসর

সারণি ২ এ সাদা মাছের আয় ও ব্যয়ের হিসাব দেখানো হয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধে বিক্রয় দরের উপরে মূল্যসংযোজন হিসাব করা হয়েছে। নীট আয় মূলধনের শতকরা হিসেবে আলাদা ভাবে দেখানো হয়েছে। স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, সংগ্রহকারী সবচেয়ে বেশি মূল্যসংযোজন করে, মোট মূল্যের দুই তৃতীয়াংশ, প্রায় ৬৩ শতাংশ। অনুপাত হিসাবে গুড়া মাছের মতো সাদা মাছের খুচরা বিক্রেতা সবচেয়ে বেশি মূল্যসংযোজন করে (১৫.৫ শতাংশ)। এর পরেই রয়েছে যথাক্রমে ফড়িয়া (১১.৫ শতাংশ),

পাইকার (৪.৫ শতাংশ), আড়তদার (৪.০ শতাংশ) এবং ছোট ও বড় মহাজনের (১.০ শতাংশ) অবস্থান।

সারণি ২ হতে দেখা যাচ্ছে আড়তদার সবচেয়ে বেশি পরিমাণ সাদা মাছ কেনা-বেচা করে (৪১.২ শতাংশ)। অনুরূপভাবে পাইকার (কেউ কেউ আড়তদারের ভূমিকাও পালন করে) ২৫.৩ শতাংশ, বড় মহাজন ১৮.২ শতাংশ, খুচরা বিক্রেতা ৭.৬ এবং ছোট মহাজন ৩.৮ শতাংশ কেনা-বেচা করে। নিচের স্ড়রের বিক্রেতা, সংগ্রহকারী ও ফড়িয়া খুব কম পরিমাণ পণ্য কেনা-বেচা করে, যথাক্রমে ৩.২ শতাংশ ও ০.৬ শতাংশ।

সারণি ২

সাদা (বড়) মাছের বিক্রয়মূল্য, মূল্যসংযোজন ও আয়-ব্যয় এর হিসাব

বিক্রেতার ধরন	সাদা বড় মাছের বিক্রয়মূল্য, মূল্যসংযোজন ও আয়-ব্যয়							
	গড় বিক্রয় মূল্য (কেজি)	বিক্রয় মূল্যের উপর মূল্য সংযোজন (%)	মাসিক গড় বিক্রয়ের পরিমাণ (কেজি)	স্থূল আয় (মাসিক)	মাসিক ব্যয়	নীট আয় (মাসিক)	চলতি মূলধন (WC)	নীট আয় চলতি মূলধনের (শতাংশে)
সংগ্রহকারী	১২৫	৬২.৫	৭৯ (০.৬৩)	৯৮৭৫ (৪.৬)	৩,১৭১	৬,৭০৪ (৪.৬)	২,৮০০	২৩৯.৪
ব্যাপারী/ ফড়িয়া	১৪৮	১১.৫	৪০২ (৩.২)	১০,৫৮০ (৫.২)	২,৪৫০	৮,৪০৪ (৫.৮)	১৫,০০০	৫৬.০
ছোট মহাজন	১৫০	১.০	৪৮০ (৩.৮)	১২,০০০ (৫.৯)	১,৫৪০	১০,৪৬০ (৭.২)	১৫,৭০০	৬৬.৬
বড় মহাজন	১৫২	১.০	২,৩০০ (১৮.২)	৬২,১০০ (৩০.৬)	৪,৬০০	৫৭,৫০০ (৩৯.৮)	১২৬,৬৬৭	৪৫.৪
আড়তদার	১৬০	৪.০	৫,২১০ (৪১.২)	৪৬,৮৯০ (২৩.১)	১৬,০২৩	৩০,৮৬৭ (২১.৪)	৪৮২,৪৪৪	৬.৪
পাইকার	১৬৯	৪.৫	৩,২০০ (২৫.৩)	৩২,০০০ (১৫.৭)	১৫,১৪০	১৬,৮৬০ (১১.৭)	১৪০,০০০	১২.০
খুচরা বিক্রেতা	২০০	১৫.৫	৯৬০ (৭.৬)	২৯,৭৬০ (১৪.৬)	১৫,৯৮০	১৩,৭৮০ (৯.৫)	১৩,৩৩০	১০৩.৪
মোট	-	১০০.০	১২,৬৩১ (১০০.০)	২০৩,২০৫ (১০০.০)	-	১৪৪,৫৭৫ (১০০.০)	-	-

নোট: সারণি ১ এর নোট দেখুন।

স্থূল আয় ও নীট আয়

স্থূল ও নীট উভয় আয়ের ক্ষেত্রে বড় মহাজন এবং আড়তদার সবচেয়ে বেশি পরিমাণ আয় করে। সারণি ৩ হতে দেখা যাচ্ছে, বড় মহাজনের মাসিক নীট আয় ৫৭,৫০০ টাকা এবং আড়তদারের আয় ৩০,৮৬৭ টাকা। স্থূল ও নীট আয়ের ক্ষেত্রে আনুপাতিক হিসাবে বড় মহাজনের আয়ের অনুপাত প্রায় ৩১-৩৯ শতাংশ, আড়তদারের ক্ষেত্রে এ অনুপাত ২১-২৩ শতাংশ। পাইকার, খুচরা বিক্রেতা ও ছোট

মহাজনের ক্ষেত্রে এ হার যথাক্রমে ১২-১৫ শতাংশ, ৯-১৪ শতাংশ ও ৬-৭ শতাংশ। সংগ্রহকারী বা ব্যাপারীর আয়ের অনুপাত ৫-৬ শতাংশ। আড়তদারের আয় সংগ্রহকারীর আয়ের প্রায় ১৬ গুণ।

বিনিয়োগের দিক দিয়ে খুচরা বিক্রেতার লাভ সবচেয়ে বেশি (১০৩ শতাংশ), যেহেতু তাদের বিনিয়োগ করতে হয় কম। অনুরূপভাবে ছোট মহাজনের ক্ষেত্রে এ হার ৬৬.৬ শতাংশ, ফড়িয়া/ব্যাপারী ৫৬.০ শতাংশ, বড় মহাজন ৪৫.৪ শতাংশ, পাইকার ১২.০ শতাংশ এবং আড়তদারের ক্ষেত্রে ৬.৪ শতাংশ।

২.২.৪। ইলিশ

অন্যান্য মাছের মতো ইলিশ মাছের ক্ষেত্রেও দুইটি গোন আছে - ভরা গোন ও মরা গোন। প্রত্যেক গোনে ৪ থেকে ৫ দিন বেশি মাছ ধৃত হয়। বাকি দিনগুলোতে মাছ সংগ্রহের পরিমাণ কম। ছয় থেকে দশ জন সংগ্রহকারীর একটি নৌকায় প্রতি চালানে গড়ে ১২ থেকে ২০ মন (আবহাওয়া, স্থান, কাল ও দক্ষতার উপর নির্ভরশীল) মাছ ধরা যায়।

অধিকাংশ শ্রমজীবি জেলে জাল/নৌকার মালিক এর সাথে একটি চুক্তির মাধ্যমে মাছ সংগ্রহে যায়। মাঝি দলনেতা হিসেবে সংগ্রহ অভিযান পরিচালনা করে। চুক্তিবদ্ধ থাকায় জেলেরা বাজারের অন্য কোনো আড়তদার বা পাইকারের কাছে মাছ বিক্রি করতে পারে না। মন্দা মৌসুমে জাল বা নৌকার মালিকের কাছ থেকে জেলে শ্রমিকেরা অগ্রিম টাকা নিয়ে থাকে এই শর্তে যে, পুরো মৌসুম তার হয়ে কাজ করবে। সাধারণত ধৃত মাছের মোট মূল্যেও টাকা হতে চালানের সকল পরিচালনা ব্যয় (খাবার, তেল ও জাল মেরামত ইত্যাদি) বাদ দিয়ে প্রাপ্ত টাকার ১৬ ভাগের ১০ ভাগ মালিক পায়, বাকি ৬ ভাগ পায় জেলে শ্রমিকেরা। মাঝি বাদে বাকি সবাই সমান পায়, মাঝি একা দুই ভাগ পায়।[৯] প্রতি ট্রিপে খাওয়া বাবদ গড়ে ১০ থেকে ১২ হাজার টাকা, তেল বাবদ ৪০ থেকে ৫০ হাজার এবং বরফ বাবদ প্রায় ১০ হাজার টাকা খরচ হয়। কিন্তু সাইক্লোন অথবা ডাকাতের কারণে অনেক সময় সব কিছু খোয়াতে হয়। তাই মালিকের অনেক ঝুঁকি থাকে।

মূল্যসংযোজন এবং ব্যবসার পরিসর

সারণি ৩ এ ইলিশের মাসিক আয় ব্যয়ের খরচ দেখানো হয়েছে। এছাড়া নীট আয় মূলধনের কত শতাংশ তাও দেখানো হয়েছে। অন্যান্য মাছের মতো ইলিশের ক্ষেত্রেও সংগ্রহকারীরা সবচেয়ে বেশি মূল্যসংযোজন করে, মোট মূল্যের প্রায় দু-তৃতীয়াংশ (৬৩.৩ শতাংশ)। সারণিটি হতে দেখা যাচ্ছে এর পরেই খুচরা বিক্রেতার অবস্থান। খুচরা বিক্রেতার পর পর্যায়ক্রমে মাঝি/ফড়িয়া, ছোট মহাজন, আড়তদার এবং পাইকারের অবস্থান।

সারণি ৩

ইলিশের বিক্রয়মূল্য, মূল্যসংযোজন ও আয়-ব্যয় এর হিসাব

[৯] Ali et al (২০০৯). The Supply Chain and Prices at Different Stages of Hilsha Fish in Bangladesh, PPSU, এ তে অনুরূপ শর্তের কথা জানা গেছে।

বিক্রেতার ধরন	ইলিশের বিক্রয়মূল্য মূল্যসংযোজন ও আয়-ব্যয়							
	গড় বিক্রয় মূল্য (কেজি)	বিক্রয়মূল্যের উপর মূল্য সংযোজন (%)	মাসিক গড় বিক্রয়ের পরিমাণ (কেজি)	স্থূল আয় (মাসিক)	মাসিক ব্যয়	নীট আয় (মাসিক)	চলতি মূলধন (WC)	নীট আয় চলতি মূলধনের (শতাংশে)
সংগ্রহকারী	১৯০	৬৩.৩	৭০ (০.৪৭)	১৩,৩০০ (৫.৩)	৫,১৪০	৮১৬০ (৪.২)	-	-
মাঝি/ফড়িয়া	২২০	১০.০	৬৮৩ (৪.৬)	২০,৪৯০ (৮.২)	৬,৩৫২	১৪,১৩৮ (৭.৩)	১৫,৫০০	৯১.২
ছোট মহাজন	২৪৫	৮.৩	৮১৬ (৫.৫)	৪৪,৮৮০ (১৮.০)	৩,৯৯০	৪০,৮৯০ (২১.০)	৬৮,৪০০	৫৯.৮
বড় মহাজন	২৪৮	১.০	২৫৩২ (১৭.০)	৭০,৮৯৬ (২৮.৫)	৯,৯৯৪	৬০,৮৯৬ (৩১.৩)	৩৩৩,৩৩০	২১.৩
আড়তদার	২৫৬	২.৭	৭৫০০ (৫০.৫)	৬৭,৫০০ (২৭.১)	২২,৫০০	৪৫,০০০ (২৩.১)	৩৬৬,৬৬৭	১২.৩
পাইকার	২৬৩	২.৩	২৯৫৭ (১৯.৯)	২০,৬৯৯ (৮.৩)	৩,৭২৬	১৬,৯৭৩ (৮.৭)	NA	NA
খুচরা বিক্রেতা	৩০০	১২.৩	৩০০ (২.০)	১১,১০০ (৪.৫)	২,৪১০	৮,৬৯০ (৪.৫)	NA	NA
মোট	-	১০০.০	১৪৮৫৮ (১০০.০)	২৪৮,৮৬৫ (১০০.০)	-	১৯৪,৭৪৭ (১০০.০)	-	-

নোট: সারণি ১ এর নোট দেখুন।

সারণিটি হতে দেখা যাচ্ছে মূল্যসংযোজন কম করলেও আড়তদারের ব্যবসার পরিধি অনেক বড়, যা মোট লেনদেনের প্রায় অর্ধেক। অনুরূপভাবে পরবর্তী অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে পাইকার, বড় মহাজন ও ছোট মহাজন। স্বভাবতই নিচের স্ড়রের মধ্যস্থতাকারী ফড়িয়া ও সংগ্রহকারীরা সবচেয়ে কম পণ্য লেনদেন করে।

স্থূল আয় ও নীট আয়

স্থূল ও নীট আয়ের দিক দিয়ে বড় মহাজন, আড়তদার ও ছোট মহাজন বেশি আয় করে থাকে। সারণি ৩ হতে দেখা যাচ্ছে তাদের মাসিক নীট আয় যথাক্রমে ৬০,৮৯৬ টাকা, ৪৫,০০০ টাকা এবং ৪০,৮০০ টাকা। চিত্র ৫-এ বিভিন্ন ধরনের বিক্রেতার অবস্থানটি পরিষ্কারভাবে তুলে ধরা হয়েছে। স্থূল আয়ের ক্ষেত্রেও প্রায় একই তথ্য প্রযোজ্য। সংগ্রহকারী এবং ব্যাপারীর নীট আয় মাত্র ৪ থেকে ৭ শতাংশ। অন্যদিকে সংগ্রহকারীর তুলনায় বড় মহাজনের নীট আয় প্রায় ৭ গুণ বেশি।

ইলিশ সংগ্রহকারী জেলেদের প্রায়ই বড় অংকের দাদন নিতে হয়। বিনিয়োগ বিবেচনা করলে, চলতি মূলধনের উপর নীট আয় সবচেয়ে বেশি মাঝি/ব্যাপারীর (১৩২ শতাংশ), কেননা তারা খুব কম চলতি মূলধন খাটায়। সেদিক থেকে বিচার করলে, ছোট মহাজন তুলনামূলকভাবে ভালো অবস্থানে রয়েছে (৫৯.৮ শতাংশ)। ছোট মহাজনের পরবর্তী অবস্থানে রয়েছে বড় মহাজন (২১.৩ শতাংশ) ও আড়তদার (১২.৩ শতাংশ)।

চিত্র ৫
ইলিশের মাসিক নীট আয় (টাকায়)

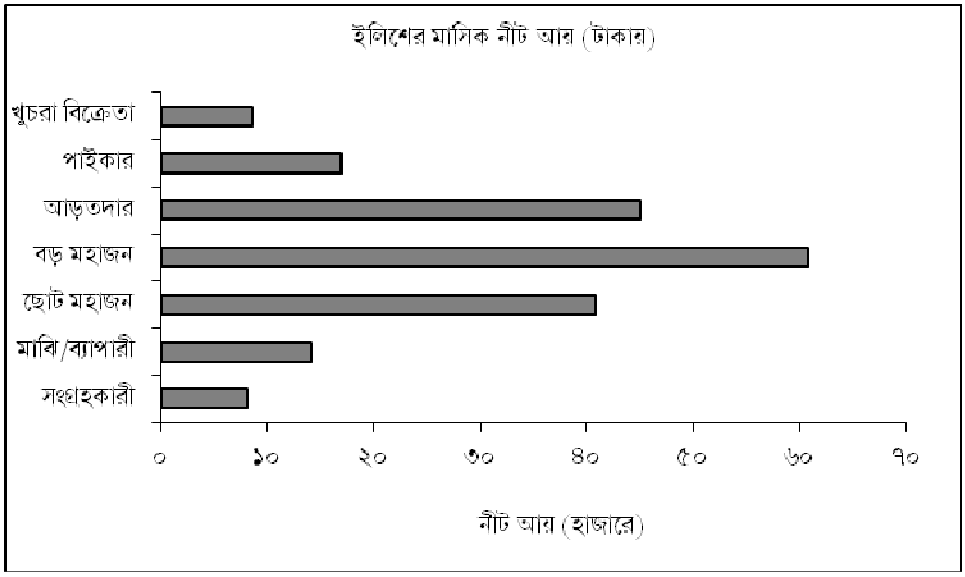

২.২.৫। গলদা চিংড়ি (বড়)

গলদা চিংড়ি সংগ্রহকারীরা সাধারণত সপ্তাহকালব্যাপী মাছ ধরে। অনেকক্ষেত্রে সংগ্রহকারীরাও লাভের কিছু অংশ পেয়ে থাকে। গলদা চিংড়ি বিক্রয়ের পরিমাণ, মূল্য, আয়-ব্যয়, মূলধন, মূল্যসংযোজন ইত্যাদি বিষয়ে যাবতীয় তথ্য সারণি ৪ এ তুলে ধরা হয়েছে।

মূল্যসংযোজন ও ব্যবসার পরিসর

সংগ্রহকারীরা মোট মূল্যের উপর তিন-চতুর্থাংশ (৭৫.০ শতাংশ) বিক্রয়মূল্য সংযোজন করে থাকে (সারণি ৪)। সংগ্রহকারী বাদ দিলে খুচরা বিক্রেতা বেশি মূল্যসংযোজন করে (৮.৭ শতাংশ)। অনুরূপভাবে মূল্যসংযোজনের দিক থেকে খুচরা বিক্রেতার পরেই রয়েছে যথাক্রমে মাঝি/ব্যাপারী (৫.০ শতাংশ), ছোট ও বড় মহাজন উভয়ে ক্ষেত্রে (৩.৩ শতাংশ), আড়তদার (২.৫ শতাংশ) এবং পাইকারী বিক্রেতা (২.২ শতাংশ)।

সারণি ৪ হতে পরিষ্কারভাবে দেখা যাচ্ছে, সকল ব্যবসায়ীদের মধ্যে আড়তদার সবচেয়ে বেশি পরিমাণ পণ্য কেনাবেচা করে (৪০.২ শতাংশ)। পরবর্তী অবস্থানে রয়েছে পাইকার (২৮.৯ শতাংশ), বড় মহাজন (১৩.৪ শতাংশ) ও ছোট মহাজন (৮.২ শতাংশ)। স্পষ্টত নিচের স্তরের পেশাজীবি ব্যাপারী এবং সংগ্রহকারী সবচেয়ে কম পরিমাণ পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করে থাকে, যথাক্রমে ৫.১ শতাংশ ও ০.৩১ শতাংশ।

সারণি ৪

গলদা চিংড়ির (বড়) বিক্রয়মূল্য, মূল্যসংযোজন ও আয়-ব্যয় এর হিসাব

বিক্রেতার ধরন	গলদা চিংড়ির (বড়) বিক্রয়মূল্য মূল্যসংযোজন ও আয়-ব্যয়					
	গড় বিক্রয় মূল্য (কেজি)	বিক্রয়মূল্যের উপর মূল্যসংযোজন (%)	মাসিক গড় বিক্রয়ের পরিমাণ (কেজি)	স্থূল আয় (মাসিক)	মাসিক ব্যয়	নীট আয় (মাসিক)
সংগ্রহকারী	৪৫০	৭৫.০	২২ (০.৩১)	৯,৯০০ (৭.৩)	৩,৪৫০	৬,৪৫০ (৬.১)
মাঝি/ফড়িয়া	৪৮০	৫.০	৩৬০ (৫.১)	১০,৮০০ (৮.০)	৩,৬০০	৭,২০০ (৬.৮)
ছোট মহাজন	৫০০	৩.৩	৫৮০ (৮.২)	১১,৬০০ (৮.৬)	৩,৮৫০	৭,৭৫০ (৭.৪)
বড় মহাজন	৫২০	৩.৩	৯৫০ (১৩.৪)	১৯,০০০ (১৪.০)	৪,৫৬০	১৪,৪৪০ (১৩.৭)
আড়তদার	৫৩৫	২.৫	২,৮৫০ (৪০.২)	৪২,৭৫০ (৩১.৬)	৮,৫৯৬	৩৪,১৫৪ (৩২.৪)
পাইকার	৫৪৮	২.২	২,০৫০ (২৮.৯)	২৬,৬৫০ (১৯.৭)	৩,৮৫০	২২,৮০০ (২১.৭)
খুচরা বিক্রেতা	৬০০	৮.৭	২৮০ (৩.৯)	১৪,৫৬০ (১০.৮)	২,০৮৩	১২,৪৭৭ (১১.৯)
মোট	-	১০০.০	৭,০৯২ (১০০.০)	১৩৫,২৬০ (১০০.০)	-	১০৫,২৭১ (১০০.০)

নোট: সারণি ১ এর নোট দেখুন।

স্থূল আয় ও নীট আয়

অন্যান্য মাছের মতো গলদা চিংড়ির (বড়) ক্ষেত্রেও আড়তদারের মাসিক স্থূল ও নীট আয় সবচেয়ে বেশি, যথাক্রমে ৪২,৭৫০ টাকা ও ৩৪,১৫৪ টাকা। অনুপাত হিসেবে আড়তদারের স্থূল ও নীট আয়ের অনুপাত সবচেয়ে বেশি (প্রায় ৩১-৩২ শতাংশ)। মোট আয়ের তুলনায় সংগ্রহকারীর স্থূল ও নীট আয়ের অনুপাত সবচেয়ে কম (৬-৭ শতাংশ)। আড়তদারের আয় সংগ্রহকারীর চেয়ে প্রায় ৫ গুণ বেশি।

২.২.৬। বাগদা চিংড়ি (বড়)

মূল্যসংযোজন ও ব্যবসার পরিসর

বাগদা চিংড়ি বিক্রয়ের পরিমাণ, মূল্য, আয়-ব্যয়, মূলধন, মূল্যসংযোজন ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য সারণি ৫-এ তুলে ধরা হয়েছে। সারণিটি হতে দেখা যাচ্ছে, গলদা চিংড়ির মতো বাগদার ক্ষেত্রেও সংগ্রহকারীরা মূল্যসংযোজন করে সবচেয়ে বেশি, দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি (৬৬.৭ শতাংশ)। সংগ্রহকারীর পরেই যথাক্রমে আসে খুচরা বিক্রেতা, মাঝি/ব্যাপারী, ছোট মহাজন ও বড় মহাজন উভয়ে, আড়তদার এবং পাইকার। সারণিটি হতে আরও দেখা যাচ্ছে, আড়তদারের বিক্রয়ের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি (৪৫ শতাংশ), তারপরেই পাইকার ও বড় মহাজনের অবস্থান। সংগ্রহকারীর বিক্রয়ের পরিমাণ ১ শতাংশেরও কম।

স্থূল আয় ও নীট আয়

সারণি ৫ হতে পরিষ্কারভাবে দেখা যাচ্ছে স্থুল আয় ও নীট আয় উভয় ক্ষেত্রেই আড়তদারের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। তারপরের অবস্থান যথাক্রমে পাইকার, বড় মহাজন, ছোট মহাজন এবং সংগ্রহকারীর। সংগ্রহকারীর মোট নীট আয়ের মাত্র ৬ শতাংশ আয় করে।

সারণি ৫
বাগদা চিংড়ির (বড়) বিক্রয়মূল্য, মূল্যসংযোজন ও আয়-ব্যয় এর হিসাব

বিক্রেতার ধরন	বাগদা চিংড়ির (বড়) বিক্রয়মূল্য মূল্যসংযোজন ও আয়-ব্যয়					
	গড় বিক্রয় মূল্য (কেজি)	বিক্রয়মূল্যের উপর মূল্যসংযোজন (%)	মাসিক গড় বিক্রয়ের পরিমাণ (কেজি)	স্থুল আয় (মাসিক)	মাসিক ব্যয়	নীট আয় (মাসিক)
সংগ্রহকারী	৩০০	৬৬.৭	৩৬	১০,৮০০	৩,৬৫০	৭,১৫০
			(০.৪২)	(৬.৪)		(৫.৫)
মাঝি/ব্যাপারী	৩৩০	৬.৭	৪৮০	১৪,৪০০	৩,৮২০	১০,৫৮০
			(৫.৬)	(৮.৬)		(৮.২)
ছোট মহাজন	৩৫০	৪.৪	৭৬০	১৫,২০০	৪,০৫০	১১,১৫০
			(৮.৮)	(৯.১)		(৮.৬)
বড় মহাজন	৩৭০	৪.৪	৯৫০	১৯,০০০	৪,৮৯০	১৪,১১০
			(১১.০)	(১১.৩)		(১০.৯)
আড়তদার	৩৮৬	৩.৬	৩,৮৫০	৬১,৬০০	১২,৬৫০	৪৮,৯৫০
			(৪৪.৬)	(৩৬.৮)		(৩৭.৮)
পাইকার	৪০০	৩.১	২,২৫০	৩১,৫০০	৬,৪৫০	২৫,০৫০
			(২৬.১)	(১৮.৮)		(১৯.৩)
খুচরা বিক্রেতা	৪৫০	১১.১	৩০০	১৫,০০০	২,৪৮০	১২,৫২০
			(৩.৫)	(৯.০)		(৯.৭)
মোট	-	১০০.০	৮,৬২৬	১৬৭,৫০০	-	১২৯,৫১০
			(১০০.০	(১০০.০)		(১০০.০)

নোট: সারণি ১ এর নোট দেখুন।

২.২.৭। চিংড়ি পোনা বা রেণু (গলদা ও বাগদা)

চিংড়ি পোনা বা রেণু প্রতিদিন বা সপ্তাহকালব্যাপী আহরণ করা হয়। যে সকল সংগ্রহকারী বন বিভাগ থেকে পাশ নিয়ে সুন্দরবনের জলাশয় ও খালে পোনা বা রেণু সংগ্রহ করে তারা সপ্তাহকালব্যাপী অবস্থান করে। আর যারা স্থানীয় নদী বা খালে রেণু আহরণ করে তারা প্রতিদিন রেণু সংগ্রহ করে থাকে। দুই থেকে তিন জন সংগ্রহকারী বিশিষ্ট একটি নৌকায় ৩০০ থেকে ৬০০ পোনা সংগ্রহ করা যায়। সংগ্রহকারীরা মন্দা মৌসুমে ফড়িয়া বা মহাজনের কাছ থেকে দাদন নিয়ে থাকে এই শর্তে যে, সারা মৌসুমে নির্দিষ্ট মূল্যে ফড়িয়া/মহাজনের কাছে পোনা সরবরাহ করবে। যুগ যুগ ধরে ঋণ প্রদানের এই ধারা চলে আসছে। তাই সুন্দরবনের অন্যান্য সংগ্রহকারীর তুলনায় তারাই বেশি অন্যায় শোষণের শিকার হয়ে আসছে।

ফড়িয়ারা সারা বছরই পোনা সংগ্রহকারীর কাছ থেকে কম-বেশি পোনা ক্রয় করে থাকে। ক্রয়কৃত পোনা তারা আবার আড়তদারের কাছে বিক্রি করে, আড়তদার এখানে কমিশন এজেন্ট হিসেবে কাজ করে। কিছু আড়তদার আবার ফড়িয়া বা ব্যাপারীকে ঋণ দিয়ে থাকে এই শর্তে যে, ফড়িয়া বা ব্যাপারী

শুধুমাত্র তার কাছে পোনা সরবরাহ করবে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে পোনা বিক্রি বা অন্য কোনো মধ্যস্বত্বভোগীর কাছে যাওয়ার আগে নার্সারীতে রাখা হয়। ফড়িয়া ও আড়তদার মূল্যসংযোজনের পুরো ব্যাপারটা নিয়ন্ত্রণ করে। ঋণ দাতা বা দাদনদার একচেটিয়া ব্যবসা করে, একবার কোনোভাবে ঋণ দিতে পারলে ঋণগ্রহীতা তার কাছে পণ্য বিক্রি করতে বাধ্য। স্থানীয় বাজারেও পোনা কেনা-বেচা হয়ে থাকে। তবে কারখানা বা ডিপোর নির্ধারিত মূল্যের কিছু কমে। এভাবেই পুরো প্রক্রিয়াটি দাদনের জালে বন্দি হয়ে পড়ে বছরের পর বছর। পোনা সংগ্রহকারীদের একটা বড় অংশ শিশু ও মহিলা। এই ধরনের কিছু সংগ্রহকারী নৌকা নিয়ে আবার কিছু সংগ্রহকারী নৌকা ছাড়াই পোনা বা রেণু ধরে। পোনা বা রেণু সংগ্রহ নিম্নমধ্যবিত্তদের কর্মসংস্থানের একটি বড় অবলম্বন।

মূল্যসংযোজন ও ব্যবসার পরিসর

সুন্দরবনের যে কোনো পণ্যের মূল্য-শৃংখলের তুলনায় চিংড়ি পোনার মূল্য-শৃংখল অনেক বেশি জটিল। বিভিন্ন ধরনের ক্রেতা, বিক্রেতা ও মধ্যস্বত্বভোগী এই মূল্য-শৃংখলে আবদ্ধ। যদিও বলা হয়, পোনা সংগ্রহ করা নিষিদ্ধ, তবুও স্থানীয় প্রশাসনের যোগসাজসে সংগ্রহের কাজটি চালিয়ে যাওয়া মোটেও কঠিন নয়। এই প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত সংগ্রহকারী, ফড়িয়া ও আড়তদার। বিক্রয়মূল্যের উপর মূল্যসংযোগ বিচার করলে সংগ্রহকারীরা অনেক বেশি মূল্যসংযোজন করে থাকে, মোট বিক্রয়মূল্যের প্রায় ৫৭-৬৪ শতাংশ (চিত্র ৬ ও ৭)।

চিত্র ৬
গলদা পোনার বিক্রয়মূল্য সংযোজন (শতাংশে)

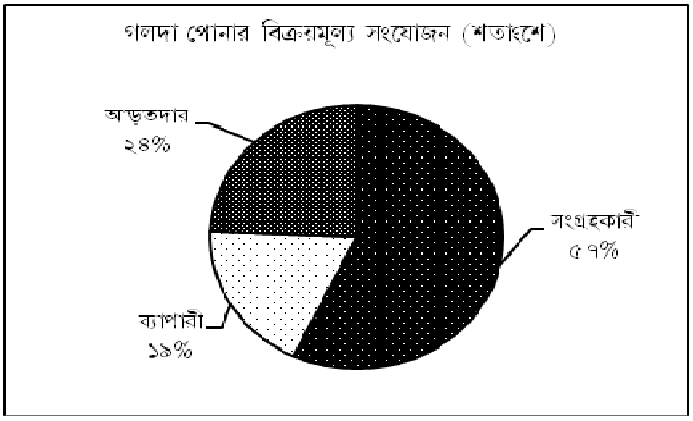

চিত্র ৭
বাগদা চিংড়ির (বড়) বিক্রয়মূল্য সংযোজন (শতাংশে)

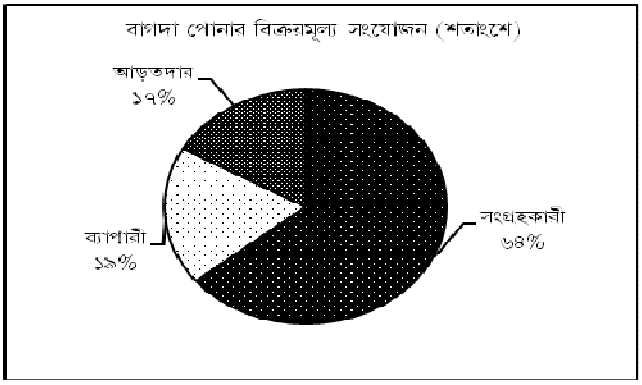

স্থূল আয় ও নীট আয়

গলদা আড়তদারের মাসিক নীট আয় ফড়িয়াদের চাইতে অনেক বেশি। গলদা আড়তদারের মাসিক নীট আয় হিসাব করা হয়েছে ১,৩৪,৩০০ টাকা যেখানে ফড়িয়ার মাসিক আয় ৬৩,৩৭৫ টাকা। আড়তদারের মাসিক নীট আয় সংগ্রহকারীর চেয়ে ১০ গুণ বেশি। বাগদার ক্ষেত্রে আয় গলদার তুলনায় অনেক কম। উদাহরণস্বরূপ, বাগদার আড়তদার ও ফড়িয়ার মাসিক নীট আয় যথাক্রমে ৩০,৭২০ টাকা ও ১১,০৭৫ টাকা।

২.২.৮। কাঁকড়া

আন্তর্জাতিক বাজারে কাঁকড়ার চাহিদা দিন দিন বেড়ে যাওয়ায় বর্তমানে আগের চেয়ে বেশি পরিমাণে কাঁকড়া ধরা হচ্ছে। সুন্দরবনের উপর নির্ভরশীল জেলেদের কাছে এটা একটি সম্পূরক পেশা হিসাবে সুপরিচিত। কাঁকড়া ধরার জন্য খুব সাধারণ উপকরণের প্রয়োজন হয়, যা সংগ্রহকারীদের পক্ষে ব্যবস্থা করা সহজ। সাধারণত সংগ্রহকারী জেলেরা সপ্তাহকালব্যাপী কাঁকড়া সংগ্রহ করে। দুই জন সংগ্রহকারী বিশিষ্ট একটি নৌকা মাসে ২ থেকে ৩টি ট্রিপ দিতে পারে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আড়তদার ও ফড়িয়া সরাসরি কাঁকড়া সংগ্রহের সাথে জড়িত থাকে। দুইজন সংগ্রহকারী জেলে বিশিষ্ট একটি নৌকায় ২০ থেকে ৪০ কেজি কাঁকড়া সংগ্রহ করা যায়। সাধারণত ফড়িয়া বা ছোট আড়তদার সংগ্রহের স্থান হতে কাঁকড়া সংগ্রহ করে ডিপোতে জমা করে। যেসব ফড়িয়া সরাসরি সংগ্রহের সাথে জড়িত তারা কাঁকড়া সংগ্রহ করে তা সরাসরি আড়তদারের কাছে বিক্রি করে। সারণি ৬-এ কাঁকড়ার বিক্রয়মূল্য, মূল্যসংযোজন ও আয়-ব্যয় এর হিসাব উপস্থাপন করা হয়েছে।

মূল্যসংযোজন ও ব্যবসার পরিসর

সুন্দরবনের অন্যান্য আহরিত পণ্যের মতো মোট বিক্রয়মূল্য বিচারে সংগ্রহকারী সবচেয়ে বেশি মূল্যসংযোজন করে। সারণি ৬ হতে দেখা যাচ্ছে তারা মোট বিক্রয় মূল্যের ৫০ শতাংশ মূল্যসংযোজন করে। সারণিটি হতে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, সংগ্রহকারীর পরেই ফড়িয়া/ব্যাপারীর অবস্থান (১৭.৬ শতাংশ)। ফড়িয়া ব্যাপারীর পরেই যথাক্রমে ছোট মহাজন (১৩.৮ শতাংশ), আড়তদার (৮.৩ শতাংশ), বড় মহাজন (৬.৯ শতাংশ) ও পাইকার (৩.৪ শতাংশ) এর অবস্থান।

আড়তদার এবং বড় মহাজন কম মূল্যসংযোজন করলেও অন্যান্যদের চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণ পণ্য লেনদেন করে। সারণিটি হতে দেখা যাচ্ছে আড়তদার এবং বড় মহাজনরা যথাক্রমে মোট বিক্রয়ের ৩৭.১ শতাংশ এবং ২৮.৮ শতাংশ বিক্রয় করে। লেনদেনের ক্ষেত্রে এই দুই দলের পরেই যথাক্রমে পাইকার (১৯.৩ শতাংশ) এবং ছোট মহাজন (১০.৬ শতাংশ), মাঝি/ফড়িয়া (৩.৫ শতাংশ) ও সংগ্রহকারী (০.৬৪ শতাংশ)'র অবস্থান।

সারণি ৬

কাঁকড়ার বিক্রয়মূল্য, মূল্যসংযোজন ও আয়-ব্যয় এর হিসাব

বিক্রেতার ধরন	কাঁকড়ার বিক্রয়মূল্য, মূল্যসংযোজন ও আয়-ব্যয়							
	গড় বিক্রয় মূল্য (কেজি)	বিক্রয় মূল্যের উপর মূল্য সংযোজন (%)	মাসিক গড় বিক্রয়ের পরিমাণ (কেজি)	স্থূল আয় (মাসিক)	মাসিক ব্যয়	নীট আয় (মাসিক)	চলতি মূলধন (WC)	নীট আয় চলতি মূলধনের (শতাংশে)
সংগ্রহকারী	১৪৫	৫০.০	১৩০ (০.৬৪)	১৮,৮৫০ (৩.৪)	৬,৭২০	১২,১৩০ (৪.১)	৭,৬৬৭	১৫৮.২
মাঝি/ ফড়িয়া	১৯৬	১৭.৬	৭০৮ (৩.৫)	৩৬,১০৮ (৬.৫)	১৭,২৪৯	১৮,৮৫৯ (৬.৩)	৬৯,৯০৯	২৭.০
ছোট মহাজন	২৩৬	১৩.৮	২,১৬৬ (১০.৬)	৮৬,৬৪০ (১৫.৫)	৫০,৫১৭	৩৬,১২৩ (১২.১)	২০৫,৭১৪	১৭.৬
বড় মহাজন	২৫৬	৬.৯	৫,৮৭২ (২৮.৮)	১১৭,৪৪০ (২১.০)	৫৩,৪০৬	৬৪,০৩৪ (২১.৫)	১৩৮৭,৫০০	৪.৬
আড়তদার	২৮০	৮.৩	৭,৫৫৯ (৩৭.১)	১৮১,৪১৬ (৩২.৫)	৯৫,১৫৪	৮৬,২৬২ (২৯.০)	৩৫০,০০০	২৪.৬
পাইকার	২৯০	৩.৪	৩,৯২০ (১৯.৩)	১১৭,৬০০ (২১.১)	৩৭,৫০০	৮০,১০০ (২৬.৯)	১৫০০,০০০	৫.৩
মোট	-	১০০.০	২০,৩৫৫ (১০০.০)	৫৫৮,০৫৪ (১০০.০)	-	২৯৭,৫০৮ (১০০.০)	--	--

নোট : সারণি ১ এর নোট দেখুন।

স্থূল আয় ও নীট আয়

স্থূল ও নীট আয় উভয় ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে আড়তদার, বড় মহাজন, পাইকার এবং ছোট মহাজনের আয় অনেক বেশি এবং সংগ্রহকারীর মাসিক আয় সবচেয়ে কম। কাকড়ার নীট আয়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিক্রেতার অবস্থান চিত্র ৮-এ তুলে ধরা হয়েছে। সারণি ৬ হতে দেখা যাচ্ছে আড়তদারের মাসিক আয় ৮৬,২৬২ টাকা যেখানে সংগ্রহকারীর মাসিক নীট আয় মাত্র ১২,১৩০ টাকা। সংগ্রহকারীর তুলনায় আড়তদারের মাসিক নীট আয় ৭ গুণ বেশি।

কাঁকড়া সংগ্রহকারীদের জন্য বড় ধরনের দাদনের দরকার হয়। বিনিয়োগের দিক দিয়ে চলতি মূলধনের উপর মাঝি/ফড়িয়ার মাসিক নীট আয় অনেক বেশি (২৭ শতাংশ), কেননা তাদের খুব কম মূলধনের দরকার হয়। চলতি মূলধনের উপর আড়তদারের মাসিক নীট আয় ২৪–২৬ শতাংশ এবং চলতি মূলধনের উপর ছোট মহাজনের মাসিক নীট আয় ১৭.৬ শতাংশ।

চিত্র ৮

কাঁকড়ার মাসিক নীট আয় (টাকায়)

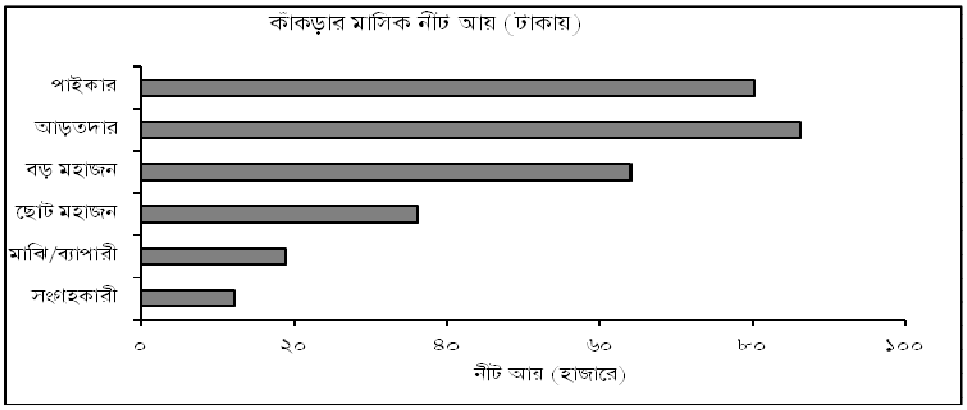

২.২.৯। মধু

প্রাকৃতিকভাবে মধু আহরণের অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র সুন্দরবন। সুন্দরবনের মধু সংগ্রহ একটি মৌসুম ভিত্তিক কাজ। প্রতি মৌসুমে বিপুল পরিমাণ মধু আহরিত হলেও বর্তমানে নানা কারণে যেমন সনাতন আহরণ পদ্ধতি, জলবায়ু পরিবর্তন ইত্যাদি কারণে মধু সংগ্রহের পরিমাণ কমে আসছে। সাধারণত খলসি, গরাণ, গেওয়া, বাইন, কাঁকড়া, কেওড়া গাছের ফুল হতে মধু সংগ্রহ করা হয়। এসব গাছের মধ্যে খলিসা ফুলের মধু উৎকৃষ্ট মানের। সাধারণত মে মাস থেকে জুন মাস পর্যন্ড় সময়ে সুন্দরবন থেকে মধু সংগ্রহ করা হয়। তবে মার্চ, এপ্রিল মাসেও কিছু মধু সংগ্রহ করা হয়। বন বিভাগ থেকে পাশ সংগ্রহের মাধ্যমে ৬ থেকে ৯ জনের একটি দল ১ মাসের জন্য মধু সংগ্রহে বের হয়। শুধুমাত্র অনুমতি প্রাপ্তরাই সুন্দরবনের মধু আহরণে অংশগ্রহণ করতে পারে। মাঝি বা নৌকা চালক (দলনেতা) সংগ্রহের পুরো বিষয়টি দেখাশোনা করে। সংগ্রহকৃত মধু সপ্তাহ অন্ড়র মহাজনের কাছে পাঠানো হয়। মধু সংগ্রহকারীদের সাধারণত মৌয়াল বলা হয়।

লাভের অংশীদার হিসেবে বা বাজার মূল্যের চেয়ে কম দামে বিক্রির শর্তে মহাজন মৌয়ালদের অর্থের যোগান দেয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মাঝি মহাজনের ভূমিকা পালন করে থাকে ঐ একই শর্তে। কখনো কখনো সংগ্রকারীরা নিজেরাই নিজেদের প্রয়োজনীয় উপকরণের ব্যবস্থা করে মধু সংগ্রহে অংশগ্রহণ করে থাকে। লক্ষ করা গেছে, অতি সম্প্রতি কিছু সংগ্রহকারী নিজেরাই এনজিওর মতো গ্রুপ বা দল গঠন করে মূলধন যোগাড় করে মধু সংগ্রহে অংশগ্রহণ করে থাকে। মৌয়ালীদের প্রত্যেক ট্রিপে খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজন বাবদ গড়ে ৪০ থেকে ৬০ হাজার টাকা খরচ হয়ে থাকে। ছয় থেকে নয় জন মৌয়ালী বিশিষ্ট একটি নৌকা মাসে ১২ থেকে ১৪ মন মধু সংগ্রহ করতে পারে।

মূল্যসংযোজন ও ব্যবসার পরিসর

সারণি ৭-এ মধুর বিক্রয়মূল্য, মূল্যসংযোজন ও আয়-ব্যয় এর হিসাব উপস্থাপিত হয়েছে। সারণিটি হতে দেখা যাচ্ছে বিক্রয়মূল্যে সংযোজন বিচারে সংগ্রহকারী মোট মূল্যের উপর সবচেয়ে বেশি মূল্যসংযোজন করে। তারা মোট মূল্যের প্রায় ৫ ভাগের ৩ ভাগ মূল্যসংযোজন করে। সংগ্রহকারীর পরেই খুচরা বিক্রেতা বেশি মূল্যসংযোজন করে (১৬.৭ শতাংশ)। পরবর্তী মূল্যসংযোজনকারীরা হলো মাঝি/ব্যাপারী (১২.০ শতাংশ), বড় মহাজন (৬.৭ শতাংশ), পাইকার (৩.৩ শতাংশ) ও ছোট মহাজন

(১.৩ শতাংশ)। মধুর মূল্য-শৃংখলে কোনো আড়তদার নেই, পাইকারই আড়তদারের ভূমিকা পালন করে।

মোট মুনাফা পণ্যের কেনাবেচার পরিমাণের উপর নির্ভর করে। ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে পাইকার সবচেয়ে বেশি পণ্য কেনাবেচা করে (৫৪.৪ শতাংশ)। পাইকারের পরেই বড় মহাজন (২৫.৩ শতাংশ) ও ছোট মহাজন (৮.৭ শতাংশ) বেশি মূল্যসংযোজন করে। নিম্নে স্ড়রে অবস্থানকারী সংগ্রহকারী/ ফড়িয়া সবচেয়ে কম পণ্য কেনাবেচা করে, যথাক্রমে ৭.৩ শতাংশ ও ১.১ শতাংশ।

স্থূল আয় ও নীট আয়

সারণি ৭ হতে দেখা যাচ্ছে পাইকারের মাসিক স্থূল ও নীট আয় সবচেয়ে বেশি। তারা যথাক্রমে আয় করে ৩৪,৪০০ টাকা ও ২৬,৮৫২ টাকা। পরবর্তী অবস্থানে আছে বড় মহাজন ও ফড়িয়া। সংগ্রহকারীর মাসিক স্থূল ও নীট আয় সবচেয়ে কম। সংগ্রহকারীর চেয়ে পাইকারের মাসিক নীট আয় ৪.২ গুণ বেশি। পাইকার বা মহাজনের মোটা অংকের চলতি মূলধনের প্রয়োজন হলেও একজন সংগ্রহকারীর চলতি মূলধনের পরিমাণ সবচেয়ে কম। মূলধনের উপর সংগ্রহকারীর নীট আয় সবচেয়ে বেশি (১২০ শতাংশ)। একই কারণে ফড়িয়া/মাঝির মাসিক আয় বেশি, প্রায় ৬৫ শতাংশ। তাদেরও খুব বড় অংকের চলতি মূলধনের প্রয়োজন হয় না। মূলধনের উপর লাভ বিবেচনায় ছোট মহাজনের মাসিক আয় বেশ কম, ১২ শতাংশ, পাইকারের ক্ষেত্রে এ হার মাত্র ৯ শতাংশ।

সারণি ৭

মধুর বিক্রয়মূল্য, মূল্যসংযোজন ও আয়-ব্যয় এর হিসাব

বিক্রেতার ধরন	মধুর বিক্রয়মূল্য, মূল্যসংযোজন ও আয়-ব্যয় এর হিসাব							
	গড় বিক্রয় মূল্য (কেজি)	বিক্রয় মূল্যের উপর মূল্য সংযোজন (%)	মাসিক গড় বিক্রয়ের পরিমাণ (কেজি)	স্থূল আয় (মাসিক)	মাসিক ব্যয়	নীট আয় (মাসিক)	চলতি মূলধন (WC)	নীট আয় চলতি মূলধনের (শতাংশে)
সংগ্রহকারী	১৮০	৬০.০	৬৮ (১.১)	১২,২৪০ (৯.৬)	৫,৮৭৫	৬,৩৬৫ (৬.৭)	৫,৩৩৩	১১৯.৩৫
মাঝি/ফড়িয়া	২১৬	১২.০	৪৬২ (৭.৩)	১৬,৬৩২ (১৩.১)	২,৫৮৭	১৪,০৪৫ (১২.৯)	২১,৬৬৭	৬৪.৮২
ছোট মহাজন	২২০	১.৩	৫৫০ (৮.৭)	২২,০০০ (১৭.৯)	৫১৮০	১৬,৮২০ (১৭.৮)	৫৭,৫০০	২৯.২৫
বড় মহাজন	২৪০	৬.৭	১,৬০০ (২৫.৩)	৩২,০০০ (২৫.১)	৭১২০	২৪,৮৮০ (২৬.৩)	২০০,০০০	১২.৪৪
পাইকার	২৫০	৩.৩	৩,৪৪০ (৫৪.৪)	৩৪,৪০০ (২৭.০)	৭৫৬৮	২৬,৮৩২ (২৮.৪)	৩০০,০০০	৮.৯৪
খুচরা বিক্রেতা	৩০০	১৬.৭	২০০ (৩.২)	১০,০০০ (৭.৯)	২৬০০	৭,৪০০ (৭.৮)	৪০,০০০	১৮.৫০
মোট	-	১০০.০	৬,৩২০ (১০০.০)	১২৭,২৭২ (১০০.০)	-	৯৬,৩৪২ (১০০.০)	-	-

নোট : সারণি ১ এর নোট দেখুন।

৩। সুন্দরবনের সম্পদ সংগ্রহকারী – সংশিণ্টষ্টদের আয় ও আয় বৈষম্য

পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে সুন্দরবনের সম্পদ সংগ্রহের সঙ্গে সংশিণ্টষ্টদের সম্পদ সংগ্রহ কার্যক্রমের আয়-ব্যয়ের হিসাব আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমান অনুচ্ছেদে উক্ত সংগ্রহকারী-সংশিণ্টষ্টদের বার্ষিক আয় ও তার বণ্টন এবং আয় বৈষম্য আলোচনা করা হয়েছে।

আয় অসমতা বা আয় বৈষম্য একটি গুর"ত্বপূর্ণ সামাজিক বিষয়। সুন্দরবন থেকে সংগৃহীত ও মূল্য-শৃংখলের আওতায় বিভিন্ন পণ্যের সংগ্রহকারী-সংশিণ্টষ্টদের প্রত্যেকের জন্য আলাদাভাবে প্রধান আয়ের হিসাব করা হয়েছে (পরিশিষ্ট সারণিগুলোতে)।[৭] বার্ষিক আয় মাসিক গড় আয়ের ভিত্তিতে ভরা মৌসুম এবং মন্দা মৌসুমের মধ্যে সমন্বয় করে বের করা হয়েছে। মন্দা মৌসুমের মাসগুলোকে কার্যদিবসের উপর ভিত্তি করে প্রকৃত কার্য-মাসে সমন্বয় ও রূপান্ড়রিত করা হয়েছে। তবে মোট আয় বা আয় বৈষম্য প্রদর্শনের জন্য এটাই প্রকৃত সংখ্যা নয়। এ ব্যাপারে আরও বিন্যাসের প্রয়োজন রয়েছে। আয়ের অসমতা বিষয়টি সুস্পষ্ট করার জন্য সংশিণ্টষ্টদের গড় আয়, আয়ের দশহারীতে (decile) বণ্টন করা হয়েছে। অসমতা বলতে দশহারীর ভিত্তিতে পেশাজীবিদের গড় আয় এবং মোট আয়ের অনুপাতকে প্রদর্শন করা হয়েছে।

সুন্দরবনের সম্পদভোগীর আয় বিন্যাস ও বিচ্যুতির ব্যাপ্তি নির্ণয় করা হয়েছে। সকল পেশাজীবিদের মধ্য থেকে কতিপয় পেশাজীবিকে নিয়ে দুটি প্রান্ড়িক দল (যেমন সংগ্রহকারী এবং আড়তদারকে বা মহাজন) নির্দিষ্ট করে তাদের মধ্যে অসমতার মাত্রা পরিমাপের চেষ্টা করা হয়েছে। আয় বৈষম্য পরিমাপের জন্য গিনি নির্দেশিকা (Gini Co-efficient) একটি ভালো সূচক, যা সুন্দরবনের সকল উৎপন্নদ্রব্যের জন্য প্রাক্কলন করা হয়েছে।[৮] প্রথমে গোলপাতা দিয়ে শুর" করা যায়।

৩.১। গোলপাতা

গোলপাতা সংগ্রহকারীদের বার্ষিক গড় আয় মাত্র ২৩,৪৫১ টাকা। পেশাজীবির এবং কিছুটা আয়ের ক্রমানুসারে দেখলে, মাঝি/ব্যাপারীর বার্ষিক আয় ৩৩,৯৩৯ টাকা, ছোট মহাজনের ৭৬,৯০৪ টাকা, বড় মহাজনের ৩২৩,৮৭৮ টাকা, আড়তদারের ৩৬৮,২৮০ টাকা, পাইকারের ৯৭,৪২৫ টাকা এবং খুচরা বিক্রেতার আয় ৮১,০৯৮ টাকা। বার্ষিক আয়ের দিক হতে আয় বৈষম্যের মাত্রা খুব বেশি কেননা একজন সংগ্রহকারী আড়তদারের চেয়ে ১৬ গুণ কম আয় করে (পরিশিষ্ট সারণি ১)। আয় বৈষম্য পরিমাপক গিনি নির্দেশিকা হতে দেখা যায়, মূল্য-শৃংখলের আওতায় বিভিন্ন পেশাজীবিদের আয় মোট আয়ের কত অংশ সেই অবস্থান থেকে লক্ষ করা যায় যে, সংগ্রহকারীদের আয় মোট আয়ের মাত্র ২.৩ শতাংশ। চিত্র ৯-এ গোলপাতা সংশিণ্টষ্ট বিভিন্ন পেশাজীবিদের অবস্থান তুলে ধরা হয়েছে। চিত্রটি হতে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে মহাজন এবং আড়তদারই সবচেয়ে বেশি আয় করে।

চিত্র ৯
সুন্দরবন সংশিণ্টষ্ট পেশাজীবিদের বার্ষিক আয়ের বিন্যাস শতাংশে : গোলপাতা

---

[৭] আয় বলতে শুধুমাত্র SRF উৎস হতে আয় বোঝানো হয়েছে। অন্য কোনো উৎস থেকে প্রাপ্ত আয় এই গবেষণায় বিবেচনা করা হয়নি।
[৮] নমুনার সংখ্যা কম হওয়ায় খুব সতর্কতার সাথে প্রাক্কলিত গিনি নির্দেশিকা ব্যবহার করা প্রয়োজন।

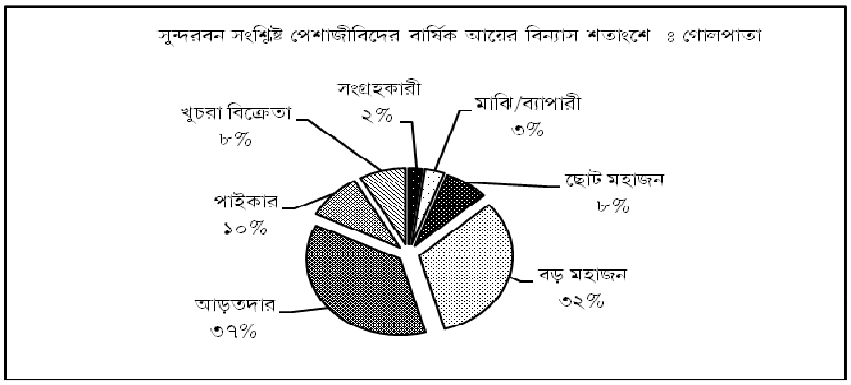

আয়ের দশহারী (decile) বিন্যাসে আয়ের অধিকতর বঙ্কিমতা (Skewness) নির্দেশ করে। সারণি ৮-এ গোলপাতা সংশিণ্টষ্ট সকল পেশাজীবিকে দুইটি দশহারীতে ভাগ করা হয়েছে। দশহারী ১ এ সর্বনিু আয়ের পেশাজীবি দলকে এবং দশহারী ১০ এ সবচেয়ে উচ্চ আয়ের পেশাজীবি দলকে দেখানো হয়েছে। লক্ষ করলে দেখা যায় যে, দশহারী ১০ এর পেশাজীবিরা দশহারী ১ এর পেশাজীবিদের চেয়ে ২০.৫ গুণ বেশি আয় করে। চিত্র ১০ প্রকাশ করছে গোলপাতার আয় বৈষম্য পরিমাপক প্রাক্কলিত গিনি নির্দেশিকা ০.৫১, যা অত্যন্ড় বেশি।[৯]

সারণি ৮

সুন্দরবন সংশিণ্টষ্ট পেশাজীবিদের বার্ষিক আয়ের দশক : গোলপাতা

আয়ের দশক	আয়ের অংশ (শতাংশে)
	গোলপাতা
১ম দশক	২.০
২য় দশক	২.৫
৩য় দশক	৩.৫
৪র্থ দশক	৩.৬
৫ম দশক	৫.০
দশহারী : ১ম - ৫ম	১৬.৬
৬ষ্ঠ দশক	৫.৪
৭ম দশক	৯.১
৮ম দশক	১০.৪
৯ম দশক	১৭.৫
১০ম দশক	৪১.০
দশহারী : ৬ষ্ঠ - ১০ম	৮৩.৪
দশহারীর অনুপাত : ১ম দশক হইতে ১০ম দশক	১:২০.৫
গিনি নির্দেশিকা (Gini Co-efficient)	০.৫১

চিত্র ১০

লরেঞ্জ রেখা (Lorenze curve) : গোলপাতা

[৯] HIES (2008) অনুযায়ী সার্বিকভাবে বাংলাদেশের গ্রাম এলাকার গিনি নির্দেশিকা ০.৩০ এবং শহর এলাকায় তা ০.৩৮।

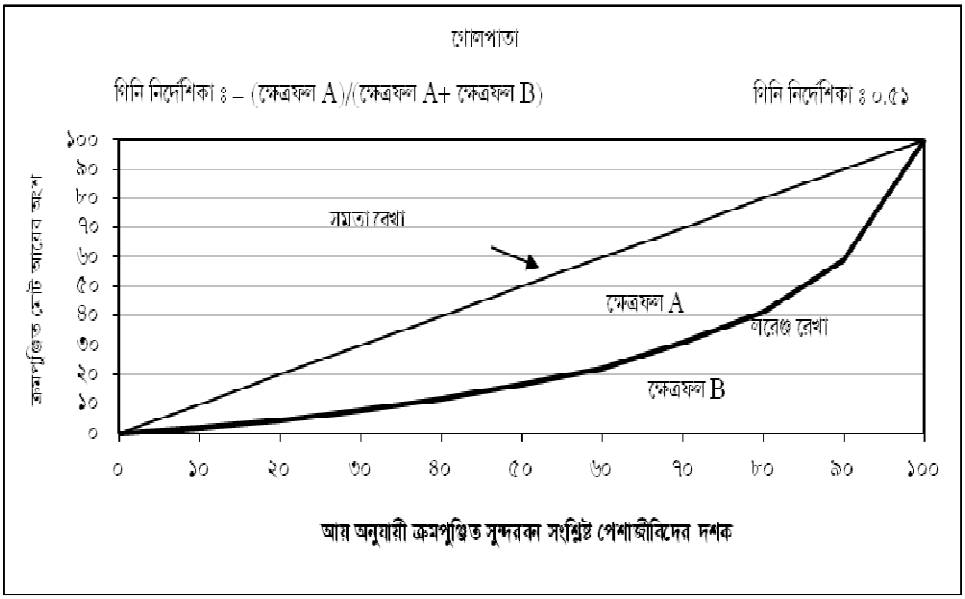

৩.২। গুড়া মাছ

নিম্ন আয়সম্পন্ন পরিবারের জন্য গুড়া মাছ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গুড়া মাছ সংগ্রহকারীদের গড় বার্ষিক আয় মাত্র ৪৭,১৫৩ টাকা (গোলপাতার চেয়ে সামান্য বেশি)। পেশাজীবিদের ক্রমানুসারে দেখলে দেখা যায় ফড়িয়া/ব্যাপারী ১,০০,৪৮১ টাকা, মহাজন ১,১৬,০৪৬ টাকা, আড়তদার ৬,৩৫,৮৩০ টাকা, পাইকার ১,৮৬,৫৫০ টাকা এবং খুচরা বিক্রেতা ১,৪৯,২৮৬ টাকা (পরিশিষ্ট সারণি ২)। আয়ের এই পরিমাণ স্পষ্টতই প্রকাশ করছে বার্ষিক আয়ের বৈষম্যতার মাত্রা খুব বেশি। এই বৈষম্যের ব্যাপ্তি স্পষ্টতর হচ্ছে চিত্র ১১-এ। চিত্রটি হতে দেখা যাচ্ছে মোট আয়ের শতাংশ হিসাবে সংগ্রহকারীর অবস্থান সর্বনিম্নে, মাত্র ৪ শতাংশ এবং আড়তদারের অবস্থান সর্বউচ্চে, ৫২ শতাংশ। পরবর্তী অবস্থানগুলো হচ্ছে, ফড়িয়া/ব্যাপারী, মহাজন, পাইকার এবং খুচরা বিক্রেতার। আয়ের দশহারী বিন্যাসের দিকে নজর দিলে এই অসমতা আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠে (সারণি ৯)। এখানে দুইটি দশহারী দেখানো হয়েছে, ১ম আয় দশহারী নিম্নস্তরের পেশাজীবি এবং ১০ম আয় দশহারীতে উচ্চস্তরের পেশাজীবিদের নির্দেশ করা হয়েছে। দেখা যায় যে, প্রথম দশ শতাংশ লোকের আয়ের তুলনায় উচ্চ স্তরের দশ শতাংশ লোকের আয় প্রায় ৩৪ গুণ বেশি। গুড়া মাছের প্রাক্কলিত বৈষম্য পরিমাপক গিনি নির্দেশিকা ০.৫৩, গোলপাতার তুলনায় যা আরও বেশি।

চিত্র ১১
সুন্দরবন সংশিণ্টষ্ট পেশাজীবিদের বার্ষিক আয়ের বিন্যাস শতাংশে : গুড়া মাছ

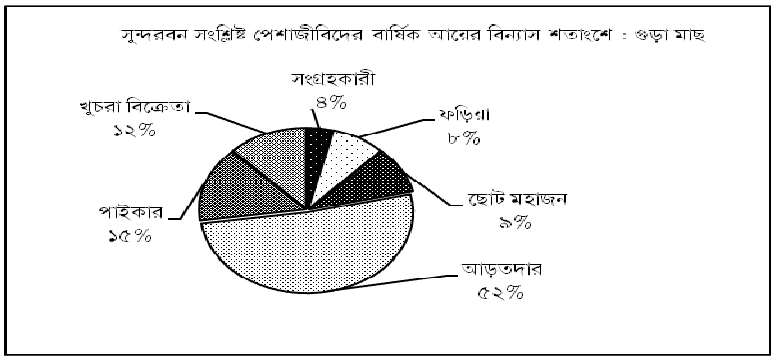

সারণি ৯

সুন্দরবন সংশিণ্টষ্ট পেশাজীবিদের বার্ষিক আয়ের দশক : গুড়া মাছ

আয়ের দশক	আয়ের অংশ (শতাংশে)
	গুড়া মাছ
১ম দশক	১.১
২য় দশক	২.৫
৩য় দশক	২.৭
৪র্থ দশক	৩.১
৫ম দশক	৪.৮
দশহারী : ১ম - ৫ম	১৪.২
৬ষ্ঠ দশক	৬.২
৭ম দশক	৭.৬
৮ম দশক	১১.১
৯ম দশক	২৪.১
১০ম দশক	৩৬.৮
দশহারী : ৬ষ্ঠ - ১০ম	৮৫.৮
দশহারীর অনুপাত : ১ম দশক হইতে ১০ম দশক	১:৩৩.৫
গিনি নির্দেশিকা (Gini Co-efficient)	০.৫৩

৩.৩। সাদা মাছ

সাদা মাছ সংগ্রহকারীদের বার্ষিক গড় আয় ৬৩,৩১১ টাকা (যা গোলপাতা ও গুড়া মাছের তুলনায় কিছুটা বেশি) (পরিশিষ্ট সারণি ৩)। সাদা মাছের ক্ষেত্রে বড় মহাজনের আয় সবচেয়ে বেশি (যা গোলপাতা বা গুড়া মাছ এর ব্যতিক্রম)। বড় মহাজন কোনো কোনো ক্ষেত্রে আড়তদারের ভূমিকাও পালন করে। লক্ষ করা গেছে সাদা মাছের ক্ষেত্রে বার্ষিক গড় আয় বৈষম্যের মাত্রা খুব বেশি। বড় মহাজনের বার্ষিক গড় আয় সংগ্রহকারীর বার্ষিক গড় আয়ের প্রায় ১০ গুণ। এই মাছের অন্যান্য পেশাজিবীদের তুলনায়ও মহাজনের আয় খুব বেশি। এই আয় বৈষম্যের ব্যাপ্তিটি পরিষ্কারভাবে দেখা যাবে চিত্র ১২ হতে ।

চিত্র ১২

সুন্দরবন সংশিণ্টষ্ট পেশাজীবিদের বার্ষিক আয়ের বিন্যাস শতাংশে: সাদা (বড়) মাছ

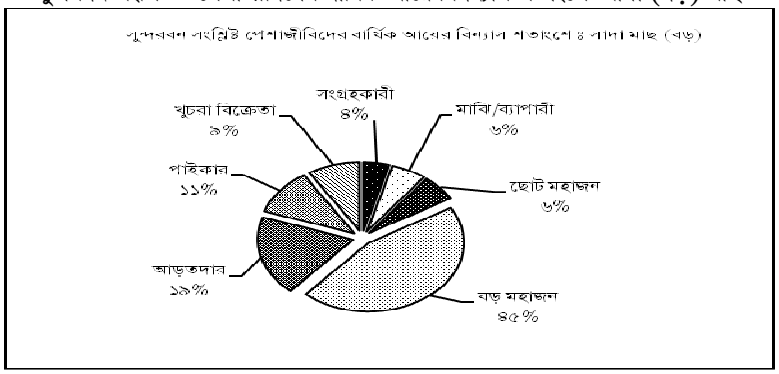

আয়ের দশহারী বিন্যাস করা হয়েছে সারণি ১০-এ। সকল পেশাজীবিদেরকে দুইটি দশহারীতে নির্দেশ করা হয়েছে। সারণিটি হতে দেখা যাচ্ছে আয়ের দিক হতে নিচের স্ড়রের প্রথম দশ শতাংশ পেশাজীবি উচ্চ স্ড়রের দশ শতাংশ লোকের তুলনায় ১৯ গুণ বেশি আয় করে। চিত্র ১৩ নির্দেশ করছে সাদা মাছের বৈষম্য পরিমাপক প্রাক্কলিত গিনি নির্দেশিকা ০.৪৪, যা সুন্দরবনের অন্যান্য উৎপন্ন পণ্যের চেয়ে কিছুটা কম।

সারণি ১০

সুন্দরবন সংশিণ্টষ্ট পেশাজীবিদের বার্ষিক আয়ের দশক: সাদা বড় মাছ

আয়ের দশক	আয়ের অংশ (শতাংশে)
	সাদা বড় মাছ
১ম দশক	১.৬
২য় দশক	২.৫
৩য় দশক	৪.৩
৪র্থ দশক	৪.৫
৫ম দশক	৭.৪
দশহারী : ১ম - ৫ম	২০.৩
৬ষ্ঠ দশক	৭.৫
৭ম দশক	৯.১
৮ম দশক	১৪.৬
৯ম দশক	১৭.৯
১০ম দশক	৩০.৬
দশহারী : ৬ষ্ঠ - ১০ম	৭৯.৭
দশহারীর অনুপাত : ১ম দশক হইতে ১০ম দশক	১: ১৯.১
গিনি নির্দেশিকা (Gini Co-efficient)	০.৪৪

চিত্র ১৩

লরেঞ্জ রেখা : সাদা মাছ

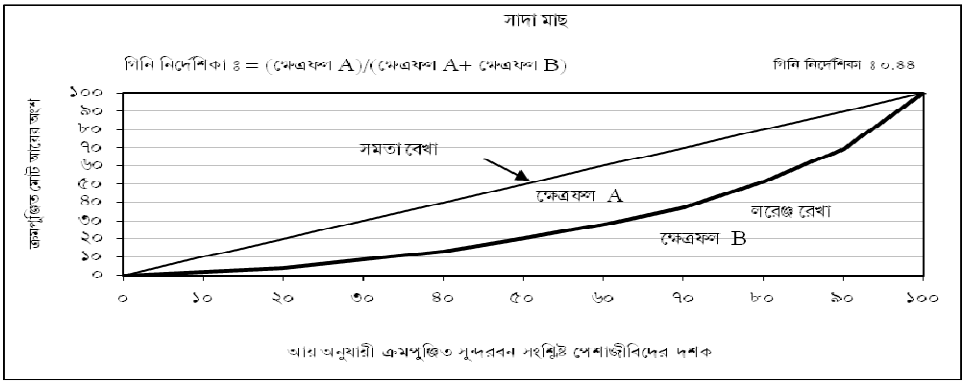

৩.৪। ইলিশ

ইলিশ আমাদের জাতীয় মাছ। রপ্তানিতে অবদানের প্রেক্ষিতেও এর গুর"ত্ব অপরিসীম। ইলিশ সংগ্রহকারীদের মাসিক গড় আয় হিসাব করা হয়েছে ৪০,৪১৩ টাকা। পেশাজীবিদের ক্রমানুসারে অন্যান্যদের অবস্থান হচ্ছে মাঝি/ব্যাপারী ৯৭,৩০৮ টাকা, ছোট মহাজন ১,৮৭,৫১৭ টাকা, বড় মহাজন ৩,১৬,১৯৫ টাকা, আড়তদার ৩,০৫,৪৭৩ টাকা, পাইকার ১,৩২,৬৯২ টাকা এবং খুচরা বিক্রেতা ৭১,৭২২ টাকা (পরিশিষ্ট সারণি ৪)। গোলপাতা ও গুড়ামাছের মতো ইলিশের ক্ষেত্রেও আড়তদারদের চেয়ে বড় মহাজনের আয় বেশি। এখানেও এর প্রধান কারণ হচ্ছে যে অনেক ক্ষেত্রে বড় মহাজনেরা আড়তদারের ভূমিকাও পালন করে থাকে। এক্ষেত্রেও বিভিন্ন ধরনের পেশাজীবিদের বার্ষিক গড় আয়ের অসমতার মাত্রা খুব বেশি। এই অসমতার ব্যাপ্তির একটি স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া যাবে চিত্র ১৪ হতে।

চিত্র ১৪
সুন্দরবন সংশিণ্টষ্ট পেশাজীবিদের বার্ষিক আয়ের বিন্যাস শতাংশে : ইলিশ

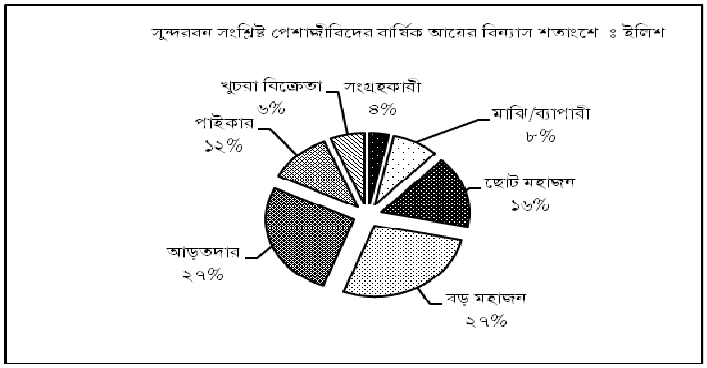

সারণি ১১-এ ইলিশ সংশিণ্টষ্ট পেশাজীবিদের বার্ষিক আয়ের দশহারী বিন্যাস করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রেও আয়ের বিন্যাস অধিকতর বঙ্কিমতা নির্দেশ করছে যা প্রকাশ করছে অসমতার মাত্রাও বেশি।

লক্ষ করা গেছে, নিম্নস্তরের ১০ শতাংশ লোকের আয়ের তুলনায় উচ্চস্তরের ১০ শতাংশ লোকের আয় ৪৩ গুণ বেশি (১ঃ৪৩)।[১০] ইলিশ মাছের গিনি নির্দেশক প্রাক্কলিত হয়েছে ০.৪৮, যা গুড়া মাছ ও সাদা মাছের তুলনায় সামান্য কম।

সারণি ১১
সুন্দরবন সংশিণ্টষ্ট পেশাজীবিদের বার্ষিক আয়ের দশক: ইলিশ

আয়ের দশক	আয়ের অংশ (শতাংশে)
	ইলিশ
১ম দশক	০.৭
২য় দশক	১.৫
৩য় দশক	৩.৩
৪র্থ দশক	৪.৯
৫ম দশক	৫.৮
দশহারী : ১ম - ৫ম	১৬.২
৬ষ্ঠ দশক	৭.৬
৭ম দশক	১০.৫
৮ম দশক	১৪.৪
৯ম দশক	২০.১
১০ম দশক	৩১.০
দশহারী : ৬ষ্ঠ - ১০ম	৮৩.৬
দশহারীর অনুপাত : ১ম দশক হইতে ১০ম দশক	১:৪২.৯
গিনি নির্দেশিকা Gini Co-efficient	০.৪৮

৩.৫। বড় চিংড়ি (গলদা ও বাগদা)

চিংড়িকে ৪টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যথা গলদা চিংড়ি (বড়), বাগদা চিংড়ি (বড়), গলদা চিংড়ি (ছোট) ও বাগদা চিংড়ি (ছোট)। রপ্তানি আয়ে বড় চিংড়ির (গলদা ও বাগদা) গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। বর্তমান সমীক্ষায় শুধুমাত্র দেশীয় ব্যবসায়ীদের বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে অর্থাৎ রপ্তানিকারকদের বিবেচনায় নেওয়া হয়নি। বড় চিংড়ি (গলদা ও বাগদা) সংগ্রহকারীর গড় বার্ষিক আয় হিসাব করা হয়েছে ৬০,০০০-৬৬,০০০ টাকা যা গুড়া মাছ এবং গোলপাতা থেকে অনেক বেশি (পরিশিষ্ট সারণি ৫ ও ৬)। চিংড়ির ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, আড়তদারের বার্ষিক আয় সবচেয়ে বেশি, ৩,২৬,০০০–৪,৬৭,০০০ টাকা। সংগ্রহকারীর বার্ষিক গড় আয়ের চেয়ে আড়তদারের আয় অনেক বেশি, প্রায় ৫ থেকে ৭ গুণ বেশি। গলদা চিংড়ি (বড়) ও বাগদা চিংড়ি (বড়)'র ক্ষেত্রে আয় বৈষম্যের ব্যাপ্তি তুলে ধরা হয়েছে চিত্র ১৫ এবং ১৬ তে।

চিত্র ১৫
সুন্দরবন সংশিণ্টষ্ট পেশাজীবিদের বার্ষিক আয়ের বিন্যাস শতাংশে : গলদা চিংড়ি (বড়)

[১০] নমুনা সংখ্যা কম হওয়ায় এর ব্যবহার সতর্কতার সাথে করা প্রয়োজন।

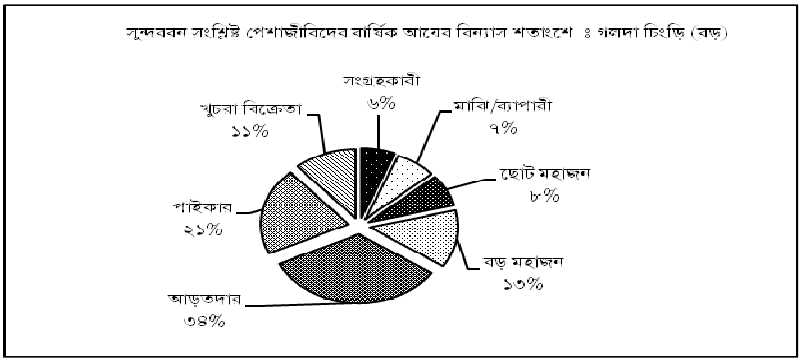

চিত্র ১৬
সুন্দরবন সংশিণ্টষ্ট পেশাজীবিদের বার্ষিক আয়ের বিন্যাস শতাংশে : বাগদা চিংড়ি (বড়)

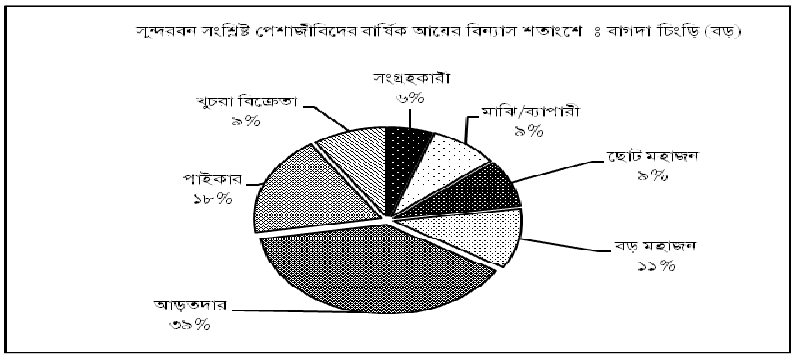

৩.৬। চিংড়ি পোনা বা রেণু (গলদা ও বাগদা)

বছরের বেশির ভাগ সময় চিংড়ি পোনা সংগ্রহ করা হয়। গলদার ক্ষেত্রে আরও বেশি সময় ধরে সংগ্রহ করা হয়। বাগদা পোনার চেয়ে গলদা পোনার দাম অনেক বেশি। গলদা ও বাগদা সংগ্রহকারীদের বার্ষিক গড় আয় যথাক্রমে ৬৩,৩৬৮ টাকা ও ৪৬,৫০৫ টাকা (পরিশিষ্ট সারণি ৭ এবং ৮)। অন্যদিকে গলদা ও বাগদা আড়তদারের বার্ষিক আয় অনেক বেশি, যথাক্রমে ৫,৮৬,৩৩৪ টাকা ও ১,১৫,২০৪ টাকা। গলদা ও বাগদা পোনা সংগ্রহে সংশিণ্টষ্টদের আয়ের অসমতার মাত্রাও ব্যাপক। দেখা গেছে, গলদা ও বাগদা পোনার ক্ষেত্রে সংগ্রহকারীর চেয়ে আড়তদারের বার্ষিক গড় আয়ের পরিমাণ যথাক্রমে ৯ গুণ ও ২.৫ গুণ বেশি। চিংড়ি পোনার গিনি নির্দেশিকা প্রাক্কলন করা হয়েছে ০.৪৪, যা সুন্দরবনের অন্যান্য সম্পদের তুলনায় অনেক কম[১৯] (চিত্র ১৭)।

চিত্র ১৭
লরেঞ্জ রেখা : চিংড়ি পোনা

[১৯] নমুনার সংখ্যা কম হওয়ায় গলদা ও বাগদা একত্র করে গিনি নির্দেশিকার প্রাক্কলন করা হয়েছে ।

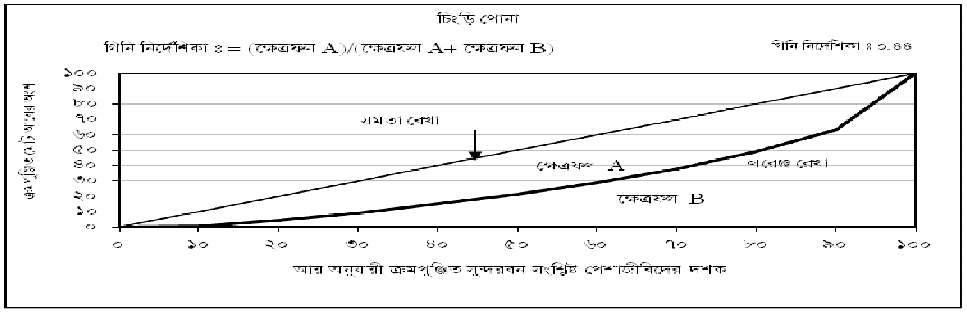

৩.৭। কাঁকড়া

আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে কাঁকড়ার উৎপাদন তুলনামূলকভাবে বেশি সম্ভাবনাময়। এটি এমন একটি কর্মকান্ড যা প্রায় সারা বছরই পরিচালিত হয়। একজন কাঁকড়া সংগ্রহকারী বছরে ৮৬,৩৩৪ টাকা আয় করতে পারে (যা গোলপাতা এবং মাছের তুলনায় অনেক বেশি)। আয় ও পেশাজীবিদের ক্রমানুসারে দেখলে অন্যান্যদের অবস্থান এরূপ ফড়িয়া/মাঝি ১,৫৮,৫৮২ টাকা, ছোট মহাজন ২,৩১,২৬৪ টাকা, বড় মহাজন ৪,৮৭,৩০৭ টাকা, আড়তদার ৫,১৩,৫১২ টাকা এবং পাইকার ৬,৩২,৪৯০ টাকা (পরিশিষ্ট সারণি ১০)। অধিকাংশ অন্যান্য পণ্যের মতো এক্ষেত্রেও আড়তদার সবচেয়ে বেশি আয় করে। আড়তদারের সাথে সংগ্রহকারীর আয়ের অসমতার মাত্রা অনেক বেশি। দেখা গেছে, একজন আড়তদার একজন সংগ্রহকারীর চেয়ে ৯ গুণ বেশি আয় করে। কাঁকড়ার সঙ্গে সংশিণ্টষ্ট পেশাজীবিদের বার্ষিক আয়ের মধ্যে বৈষম্যের ব্যাপ্তিটি তুলে ধরা হয়েছে চিত্র ১৮তে।

চিত্র ১৮

সুন্দরবন সংশিণ্টষ্ট পেশাজীবিদের বার্ষিক আয়ের বিন্যাস শতাংশে: কাঁকড়া

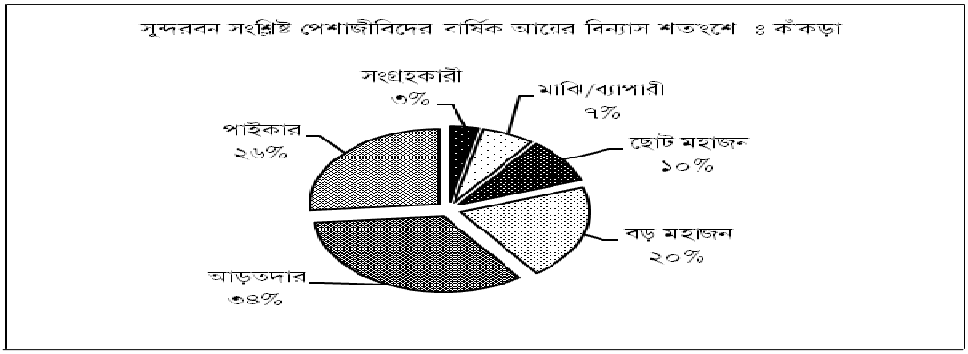

দশহারী হিসাবে আয়ের বিন্যাস করলে এর বঙ্কিমতা অনেক বেশি প্রতীয়মান হয় (পরিশিষ্ট সারণি ১১)। দুইটি দশহারী বিবেচনা করলে দেখা যায়, উপরের ১০ শতাংশের আয় নিচের ১০ শতাংশের আয়ের ৩৫ গুণ বেশি (১:৩৫)। গিনি নির্দেশিকা প্রাক্কলন করা হয়েছে ০.৫২, যা অন্যান্য পণ্যের তুলনায় অনেক বেশি।

৩.৮। মধু

মধু একটি মৌসুমভিত্তিক কর্মকা" যা বছরের খুবই স্বল্প সময়কাল (দুই থেকে তিন মাস) ব্যাপী পরিচালিত হয়। একজন সংগ্রহকারীর বার্ষিক গড় আয় মাত্র ১৪,৮৩০ টাকা (যা সুন্দরবন সংশিণ্টষ্ট সকল উৎপন্নদ্রব্যের মধ্যে সবচেয়ে কম)। আয় এবং পেশাজীবির ক্রমানুসারে দেখলে, বছরে ফড়িয়া/ মাঝি ৩২,৭২৫ টাকা, ছোট মহাজন ৫১,৪৯৮ টাকা, বড় মহাজন ৪৯,৭৬০ টাকা, পাইকার ৫৩,৬৬৪ টাকা এবং খুচরা বিক্রেতা ৫৪,০৬৮ টাকা আয় করে (পরিশিষ্ট সারণি ১২)। আয়ের দিক হতে বিবেচনা করলে সংগ্রহকারীর অবস্থান সবার নিচে এবং পাইকারের অবস্থান সবচাইতে উপরে। দেখা গেছে একজন পাইকার একজন সংগ্রহকারীর চেয়ে প্রায় ৪ গুণ বেশি আয় করে। ক্রমপুঞ্জিত আয়ের অনুপাত করলে দেখা যায়, সংগ্রহকারীর আয় মাত্র ৫.৮ শতাংশ। অনুরূপভাবে অন্যদের আয় হচ্ছে মাঝি/ফড়িয়া ১২.৮ শতাংশ, ছোট মহাজন ২০.১ শতাংশ, বড় মহাজন ১৯.৪ শতাংশ, পাইকার ২০.৯ শতাংশ এবং খুচরা বিক্রেতা ২১.১ শতাংশ।

সারণি ১২-এ দশহারী হিসাবে আয়কে সাজানো হলে দেখা যায় মধুর ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে বঙ্কিমতার মাত্রা কম। নিচের স্ড়রের প্রথম দশ শতাংশের আয় উচ্চ স্ড়রের দশ শতাংশের আয়ের চেয়ে ১৭ গুণ বেশি (১:১৭)। প্রাক্কলিত গিনি নির্দেশিকা ০.৪০, যা সুন্দরবনের অন্যান্য দ্রব্যের তুলনায় সামান্য কম (চিত্র ১৯)।

সারণি ১২
সুন্দরবন সংশিণ্টষ্ট পেশাজীবিদের বার্ষিক আয়ের দশক : মধু

আয়ের দশক	আয়ের অংশ (শতাংশে)
	মধূ
১ম দশক	১.৫
২য় দশক	২.৩
৩য় দশক	৩.৯
৪র্থ দশক	৫.৫
৫ম দশক	৯.০
দশহারী : ১ম - ৫ম	২২.২
৬ষ্ঠ দশক	৯.১
৭ম দশক	১৩.৬
৮ম দশক	১৩.৮
৯ম দশক	১৫.৬
১০ম দশক	২৫.৭
দশহারী : ৬ষ্ঠ - ১০ম	৭৭.৮
দশহারীর অনুপাত ঃ ১ম দশক হইতে ১০ম দশক	১: ১৭.১
গিনি নির্দেশিকা (Gini Co-efficient)	০.৩৯

চিত্র ১৯
লরেঞ্জ রেখা: মধু

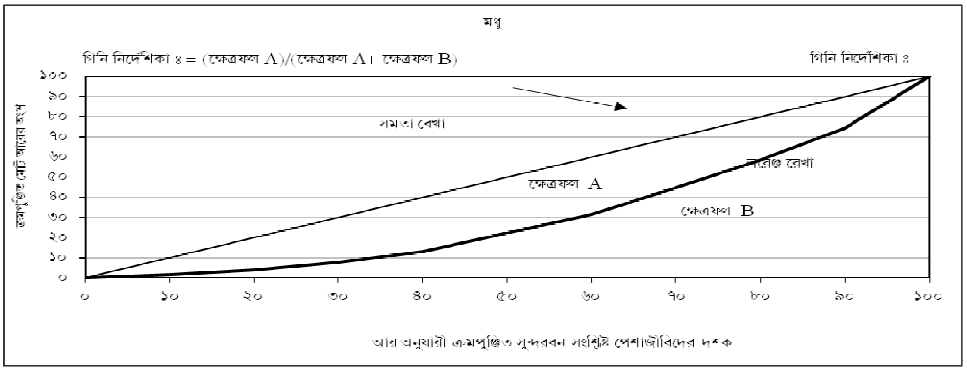

৪। সুন্দরবন হতে আহরিত সম্পদের সার্বিক বিশেণ্ডষণ

সকল সম্পদ একত্রিত করে একটি সন্নিবেশিত বিশেণ্ডষণ থেকে দেখা যায় যে, কোনো কোনো কার্যক্রমের পেশাজীবিদের আয় বৈষম্যের মাত্রা অন্যান্য কার্যক্রমের তুলনায় অনেক বেশি (সারণি ১৩)। লক্ষ করা গেছে, আড়তদার বা মহাজনের আয় সংগ্রহকারীর তুলনায় ৫ থেকে ৭ গুণ বেশি। সকলের আয় একত্রিত করলে দেখা যায়, মাত্র ৪.৯ শতাংশ আয় করে সংগ্রহকারী।

সারণি ১৩

সুন্দরবন সংশিণ্ডষ্ট পেশাজীবিদের বার্ষিক আয়ের বিন্যাস : সকল সম্পদের

বিক্রেতার ধরণ	বার্ষিক আয় (সুন্দরবনের সকল সম্পদের)	মোট আয়ের শতাংশ
সংগ্রহকারী	৫৩৬৩২	৪.৯০
মাঝি/ব্যাপারী	৯৮৯৩৬	৯.০৫
ছোট মহাজন	১০০৩৬১	৯.১৮
বড় মহাজন	২৬১৬৬৪	২৩.৯২
আড়তদার	৩৪৯১৯৭	৩১.৯৩
পাইকার	১৫৮১৯৫	১৪.৪৬
খুচরা বিক্রেতা	৭১৮১৩	৬.৫৭
মোট	১০৯৩৭৯৯	১০০.০০

নোট: বার্ষিক আয় মাসিক গড় আয়ের ভিত্তিতে ভরা মৌসুম এবং মন্দা মৌসুমের মধ্যে সমন্বয় করে বের করা হয়েছে। মন্দা মৌসুমের মাসগুলোকে কার্যদিবসের উপর ভিত্তি করে প্রকৃত কার্য-মাসে সমন্বয় ও রূপান্তরিত করা হয়েছে।

আয় বণ্টনের বঙ্কিমতা ছোট ছোট গ্রুপে ভাগ করেও দেখানো সম্ভব। দেখা গেছে যে, সুন্দরবন প্রভাবিত অঞ্চলের[১৯] পেশাজীবিদের আয় বিন্যাসের বঙ্কিমতা অনেক বেশি (সারণি ১৪)। দশহারীর নিচের অর্ধেক (১ম থেকে ৫ম দশক) পেশাজীবিদের আয় মোট আয়ের ১৫.৪ শতাংশ, দশহারীর উপরের অর্ধেক (৬ষ্ঠ থেকে ১০ম দশক) পেশাজীবিদের আয় মোট আয়ের ৮৪.৫ শতাংশ। ১ম দশহারী এবং ১০ দশহারীর আয়ের আনুপাতিক হার ১:২৯। পণ্যভেদে ১ম দশহারী এবং ১০ দশহারীর অনুপাত ১:১৭ থেকে ১:৪৩। পণ্যভেদে গিনি নির্দেশিক ০.৪০ থেকে ০.৫৩।[২০]

[১৯] বর্তমান সমীক্ষার এলাকা সুন্দরবন প্রভাব অঞ্চল (Sundarbans Impact Zone –SIZ)-এর ৫টি জেলার ১০টি উপজেলা নিয়ে গঠিত।

[২০] পূর্বের Footnote – HIES (২০০৫) অনুসারে বাংলাদেশের গিনি নির্দেশিকা হচ্ছে ০.৪২।

সারণি ১৪

সুন্দরবন সংশিণ্টষ্ট পেশাজীবিদের আয়ের বিন্যাস (সুন্দরবনের সকল সম্পদের)

আয়ের দশক	আয়ের অংশ (শতাংশে)
	সুন্দরবনের সকল উৎপন্নদ্রব্যের
১ম দশক	১.৪
২য় দশক	২.১
৩য় দশক	২.৯
৪র্থ দশক	৩.৯
৫ম দশক	৫.১
দশহারী : ১ম - ৫ম	১৫.৪
৬ষ্ঠ দশক	৬.৫
৭ম দশক	৮.২
৮ম দশক	১১.১
৯ম দশক	১৭.৭
১০ম দশক	৪১.০
দশহারী : ৬ষ্ঠ - ১০ম	৮৪.৫
দশহারীর অনুপাত : ১ম দশক হইতে ১০ম দশক	১: ২৯.৩
গিনি নির্দেশিকা Gini Co-efficient	০.৫২

মোটের উপর সুন্দরবন সংশিণ্টষ্ট অঞ্চলের গিনি নির্দেশিকা অনুমান করা হয়েছে ০.৫২ (চিত্র ২০)। পূর্বের আলোচনা থেকে দেখা যায়, পণ্য ভেদে গিনি নির্দেশিকা পরিমাপ করা হয়েছে ০.৪৪ থেকে ০.৫৩। BIDS-এর সাম্প্রতিক এক গবেষণা হতে দেখা গেছে, উপকূলীয় অঞ্চলের জেলাগুলোতে গিনি নির্দেশিকা ০.১৯ থেকে ০.৩৬ (পরিশিষ্ট সারণি ১৪)।[১৪] উপকূলীয় অঞ্চলের উক্ত জেলাগুলোর গিনি নির্দেশিকা কোনটাই বর্তমান সমীক্ষায় প্রাক্কলিত নির্দেশিকার চেয়ে বেশি নয়, আবার কাছাকাছিও নয়।

চিত্র ২০

লরেঞ্জ রেখা : সুন্দরবন হতে আহরিত সকল সম্পদের

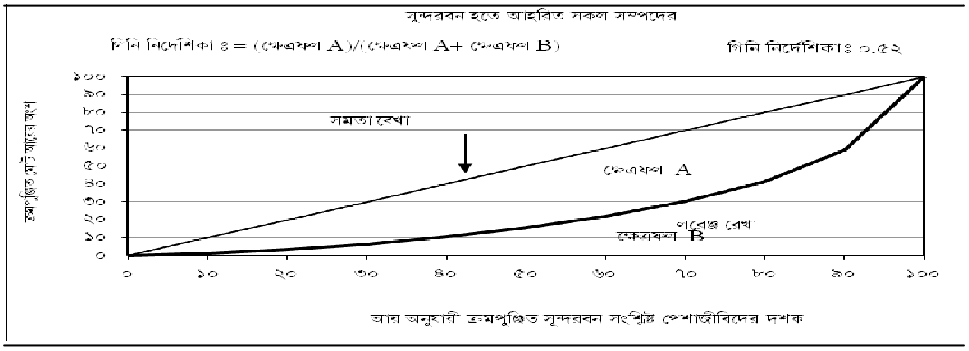

৫। উপসংহার এবং সুপারিশ

[১৪]Islam et al (2009). "Benefit Monitoring and Evaluation of Small Scale Water Resources Sector Project – II (SSWRDSP-II)," Local Government Engineering Department (LGED), sponsored by ADB, BIDS, Dhaka.

উপরের আলোচনা হতে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, সুন্দরবন সংশিণ্টষ্ট অঞ্চলের পেশাজীবিদের আয় বৈষম্য ব্যাপক। উপরের স্ড়রের পেশাজীবির ১০ শতাংশের আয় নিচের স্ড়রের পেশাজীবিদের চেয়ে ৪৩ গুণ বেশি (গিনি নির্দেশিকা প্রাক্কলন করা হয়েছে ০.৪২ -০.৫২, যা সমগ্র বাংলাদেশের তুলনায় অনেক বেশি)।[১৫] বর্তমান আর্থ-সামাজিক এবং আবহাওয়া পরিবর্তনজনিত সমস্যাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে ভবিষ্যতে এই অঞ্চলের আয়ের এই অসমতা আরও বাড়বে বলেই অনুমান করা হচ্ছে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ও সীমিত জীবিকায়নের সুযোগ সুন্দরবনের উপর মারাত্মক কৃত্রিম চাপ সৃষ্টি করছে, যা ক্রমান্বয়ে ম্যানগ্রোভ বন ধ্বংসের প্রধান কারণ (FAO 2003; Waggoner and Ausubel 2001) হয়ে উঠেছে। বর্তমান সমীক্ষায় দেখা গেছে, ১০ লাখেরও বেশি লোক সরাসরি সুন্দরবনের সম্পদ সংগ্রহের সাথে বিভিন্নভাবে জড়িত।[১৬] গত দশ বছরের তুলনায় সংগ্রহকারীর সংখ্যা এখন অনেক বেশি, ফলে সুন্দরবনের সম্পদ সংগ্রহকারীদের মাথা পিছু সংগ্রহের পরিমাণ ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে।[১৭] এই কারণে বনের উপর স্থানীয় জনগণের নির্ভরশীলতা আশঙ্কাজনক হারে বেড়ে চলছে। ভবিষ্যতে এই চাপ আরও বাড়বে (Anon 2001)। এখানে চরম দারিদ্র্যের (Extreme Poverty) মাত্রা প্রাক্কলন করা হয়েছে ০.৪২, অর্থাৎ সুন্দরবন সংলগ্ন ১০টি উপজেলার মোট জনসংখ্যার ৪২ শতাংশ হত দরিদ্র। অন্যদিকে সুন্দরবন এলাকা বাদে অর্থাৎ বাংলাদেশের অন্যান্য উপজেলার গড় হত দারিদ্র্যের মাত্রা ২৬ শতাংশ। এই অবস্থায় সুন্দরবন প্রভাবিত অঞ্চল (SIZ) এ দারিদ্র্যের মাত্রা প্রকট থেকে প্রকটতর হবে, যা নীতিনির্ধারণে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

বর্তমান সমীক্ষাটির আলোচনা থেকে দেখা যায়, সুন্দরবনের বিভিন্ন পণ্য ভেদে বিক্রয়মূল্যের উপর খোদ সংগ্রহকারীদের মূল্যসংযোজন ৫০ থেকে ৭৫ শতাংশ হলেও তাদের গড় মাসিক নীট আয় এই পণ্য সংশিণ্টষ্ট পেশাজীবিদের মোট আয়ের তুলনায় মাত্র ৩ থেকে ৭ শতাংশ যা অতি উচ্চ আয় বৈষম্য নির্দেশ করছে। বর্তমান আর্থ-প্রাকৃতিক প্রেক্ষাপটে সুন্দরবনের সম্পদের উৎপাদন অনেক কমে গেছে, যার ফলে সংগ্রহকারীদের আয় আরও কমে গেছে। এই অবস্থা সুন্দরবনের পণ্য সংশিণ্টষ্ট পেশাজীবিদের মধ্যে আয় বৈষম্য বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে। সম্পদ কমে যাওয়া এবং সীমিত সম্পদের অসম বণ্টন সুন্দরবন সংলগ্ন এলাকার প্রকট দারিদ্র্যতার অন্যতম কারণ। এই অবস্থা কেবল দেশে বিদ্যমান বিস্ড়ৃত দারিদ্র্য নিরসনেই বাধার সৃষ্টি করছে না, বাধা সৃষ্টি করছে সুন্দরবন সম্পদের ব্যবস্থাপনা এবং সংরক্ষণের উন্নয়নে। তাই এই অবস্থার আশু উন্নয়ন প্রয়োজন। এই লক্ষ্যে এখানে বর্তমান প্রবন্ধটির আলোচনার ভিত্তিতে কিছু কার্যকর পদক্ষেপ সুপারিশ করা হচ্ছে।

সুন্দরবন সম্পদের ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণের জন্য প্রথমে সুন্দরবন সংশিণ্টষ্ট সম্পদের নিস্ড়রের পেশাজীবি বিশেষ করে সংগ্রহকারীদের দারিদ্র্য নিরসনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

---

[১৫] HIES (2008) অনুযায়ী সার্বিকভাবে বাংলাদেশের গ্রাম এলাকার গিনি নির্দেশিকা ০.৩০ এবং শহর এলাকায় ০.৩৮।

[১৬] সারা বছর ১০ লাখেরও বেশি লোক সুন্দরবনের পণ্য সংগ্রহের সাথে জড়িত থাকে । তার মধ্যে জেলের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি, তাদের মধ্যে আবার পোনা সংগ্রহকারী জেলের সংখ্যা প্রায় দুই লাখ। আমাদের গবেষণায় দেখা গেছে, গড়ে একজন সংগ্রহকারী বছরে ১.৮টি সম্পদ সংগ্রহ করে, সেই অনুযায়ী হিসাব করলে প্রায় ৬ লাখ লোক সরাসরি সংগ্রহের সাথে জড়িত।

[১৭] মৎস্য ব্যতীত সুন্দরবনের বাকি সকল সম্পদ মৌসুম ভিত্তিক সংগ্রহ করা হয়, ফলে মৎস্য খাতের উপর চাপ ক্রমে প্রকট হতে প্রকটতর হচ্ছে।

- সুন্দরবনের সম্পদ সংগ্রহের পরিমাণ ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে। কিছু প্রজাতি বিশেষ করে কিছু কিছু মৎস্য প্রজাতি বিলুপ্তির পথে। এখানে মৎস্য খাতকে বিশেষ গুর"ত্ব দিতে হবে।
- সংগ্রহকারীদের সংখ্যা (বিশেষ করে জেলে বা গোলপাতা সংগ্রহকারী) অনেক বেড়ে গেছে। বর্তমানে এ সংখ্যা প্রায় ৯ লাখ যাদের মধ্যে বেশির ভাগ শ্রমজীবি জেলে। বাকিদের মধ্যে ফড়িয়া/ব্যাপারীর সংখ্যা অনেক বেশি। দেখা গেছে, শুধু মাছের ক্ষেত্রে ২ লাখ ফড়িয়া/ ব্যাপারী রয়েছে।
- কৃষি জমিতে লবণাক্ততার পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় সুন্দরবনের সম্পদ সংগ্রহকারীর সংখ্যা বাড়ছে। সুন্দরবনের অধিকাংশ পণ্য মৌসুম ভিত্তিক, ফলে জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে মৎস্য সম্পদের উপর অধিক চাপ সৃষ্টি হচ্ছে।
- বন বিভাগ থেকে কাঠ সংগ্রহের পাশ বন্ধ থাকায় ও বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না থাকায় মৎস্য খাতে ক্রমেই চাপ বাড়ছে, যা জীব-বৈচিত্র্যের ভারসাম্য রক্ষায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।
- মৎস্য শিকারের ক্ষেত্রে যাতায়াত খরচ খুব বেশি। যাতায়াতের জন্য সংগ্রহকারীদের দীর্ঘ সময় ব্যয় হওয়ায় খরচের ভার আরও বেড়ে যায়।
- সংগ্রহকারীদের সবচেয়ে বেশি ব্যয় করতে হয় জলদস্যুদের চাঁদা, মুক্তিপণ এবং বিভিন্ন নিয়মবহির্ভূত অর্থ।[১৮]
- জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির কারণে সংগ্রহকারীদের আরও অসহনীয় পর্যায়ে নিয়ে গেছে।
- প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ মূলত মূল্য-শৃংখলের উপরের শ্রেণির পেশাজীবিদের জন্য সহজলভ্য।

উপরোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে অবিলম্বে নীতিনির্ধারণ করা উচিত।

মূল্য-শৃংখলে অন"র্ভুক্ত বিভিন্ন ধরনের বিক্রয়কারীর আয়ের মধ্যে সমতা আনয়নে এবং দারিদ্র্য অবস্থার উন্নয়নে করণীয়:

ঋণ এবং আর্থিক সহায়তা

অর্থ সহায়তার বিকল্প কোনো সহজ উপায় না থাকায় দাদনই একমাত্র সহজ উপায় হিসাবে সংগ্রহকরীরা বেছে নেয়। বর্তমান গরেষণায় দেখা গেছে, কম বেশি ৯৫ শতাংশ সংগ্রহকারী দাদন নিয়ে থাকে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, দাদন নিচের স"রের সংগ্রহকারীদের শোষণের একটি বড় হাতিয়ার। তাই নিচের স"রের সংগ্রহকারীদের জন্য ঋণ সুবিধা প্রদান বেশি প্রয়োজন। দাদন সুন্দরবনের সম্পদ সংগ্রহকারীদের অর্থ সহায়তা দিলেও এই ব্যবস্থা মূল্য-শৃংখলকে নিচের স"রের সংগ্রহকারীর সঙ্গে ফড়িয়াদের দৃঢ়ভাবে আটকে রেখেছে। উচ্চ সুদের হার, মাত্রাতিরিক্ত কমিশন, পণ্যের সঠিক মূল্য না পাওয়া ইত্যাদি কারণে দাদন বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই একটি আবর্তমান পদ্ধতি। এ থেকে মুক্তির জন্য নিম্নলিখিত সুপারিশগুলো করা হচ্ছে:

[১৮] বর্তমান সমীক্ষা থেকে অনুমান করা হয়েছে, পণ্যভেদে এ ধরনের ব্যয় মোট সংগ্রহব্যয়ের ২৫ শতাংশ।

বিশেষায়িত ব্যাংক এবং বিশেষ কর্মসূচির মাধ্যমে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ

সুন্দরবনের সম্পদ সংগ্রহকারীদের জন্য বিশেষায়িত ব্যাংক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ক্ষুদ্র ঋণ সরবরাহ আয় অসমতা ও দারিদ্র্য নিরসনে উলেণ্ঢখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে। কৃষি ঋণ, বর্গাচাষী ঋণ এবং এসএমই ঋণের মতো কিছু বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে ঋণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক এক্ষেত্রে উদ্যোগ নিতে পারে।[১৯]

সেবামূলক সংস্থা এবং আর্থিক সুবিধা

কৃষি এবং শিল্পের মতো সুন্দরবন সংরক্ষিত বনাঞ্চল (SRF) কে আলাদা অর্থনৈতিক খাত হিসাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন, কেননা ৯ লাখ লোক এর সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত। কিছু সরকারি এবং ব্যক্তি মালিকানাধীন ব্যাংকের মাধ্যমে সহজ শর্তে প্রয়োজন মাফিক বন্ধকি (collateral) বিহীন ঋণ প্রদানের নীতি প্রণয়ন করা প্রয়োজন। নৌকা এবং জালকে বন্ধক হিসেবে গ্রহণ করার ব্যবস্থা করে মহাজন বা অন্যান্য পেশাজীবিদের ঋণ প্রদানের মাধ্যমে উৎসাহিত করা যেতে পারে, যা আয় অসমতা সংকোচনে বিরাট ভূমিকা রাখবে। তাছাড়া সংগ্রহকারীদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বলয় তৈরি করতে ব্যাংকগুলোকে জোরালো ভূমিকা রাখতে হবে। তারা সংগ্রহকারীদেরকে সময়মত, সহজশর্তে ও প্রয়োজনানুসারে ঋণ প্রদান এবং বন সংরক্ষণ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিতে পারে। ঋণ পরিশোধে কিস্ড়ির পরিমাণ সহনীয় হতে হবে যাতে চলতি মূলধনের ঘাটতি না পড়ে। এ ব্যাপারে এসএমই এর মতো কেন্দ্রীয় ব্যাংক পরীক্ষামূলকভাবে রিফ্যাইন্যান্সিং স্কিম চালু করতে পারে।

সর্বোপরি সুন্দরবনের সম্পদ-সংগ্রহ সহায়ক বিভিন্ন সেবা প্রদানের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা তৈরি করা প্রয়োজন।

ব্যবসার শর্ত এবং বাজারজাতকরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন

দেখা গেছে, সুন্দরবন অঞ্চলে দাদন পরিশোধের বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা চালু আছে। যেমন সুদ সহ পরিশোধ (৪৭.৬%), বিনাসুদে পরিশোধ (৪.০%), প্রচলিত বাজার মূল্যে পরিশোধ (১৬.৭%), কিংবা বাজার মূলের চেয়ে কম মূল্যে পরিশোধ (৩৩.৩%) ইত্যাদি। আরও দেখা গেছে, সংগ্রহকারীরা তাদের সংগৃহীত পণ্য বাজার মূল্যের চেয়ে ২২.৫ শতাংশ কমে বিক্রয় করে থাকে। এই অবস্থার উন্নয়নের জন্য নিম্নোক্ত কিছু পদক্ষেপ সুপারিশ করা হলো।

যোগাযোগ এবং সংরক্ষণ/ডিপোর সুবিধা

অবকাঠামোর দুরাবস্থা, যোগাযোগের অভাব, মাত্রাতিরিক্ত সংগ্রহ ও পরিবহন খরচ ইত্যাদি কারণে মহাজন বা আড়তদারের পক্ষে একচেটিয়া ব্যবসা করা সম্ভব হয়। অতিরিক্ত যাতায়াত খরচ ও দীর্ঘসময় লাভজনক সংগ্রহের একটি বড় অন্ড়রায়। এখানে যাতায়াতের খরচ ও সময় কমিয়ে আয় বৈষম্য কিছুটা হলেও কমানো যেতে পারে, বিশেষ করে মৎস্য সম্পদের ক্ষেত্রে। মৎস্য অধিদপ্তর স্থান নির্দিষ্ট করে দিয়ে ডিপোর সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারে। স্থানীয় বাজার সৃষ্টি এবং নিলামের সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে

[১৯] অতি সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যাংক কৃষি কর্মকাণ্ডে বিশেষ করে বর্গাচাষীদের জন্য বিশেষ ঋণ সুবিধার ব্যবস্থা করেছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নরের সাথে এ ব্যাপারে আলোচনা করা হলে, সুন্দরবনের দরিদ্র পেশাজীবিদের জন্য এ ধরনের ক্ষুদ্র ঋণের ব্যবস্থা চালুর বিষয়ে আশা প্রকাশ করেছেন।

একদিকে যেমন যাতায়াত খরচ কমানো যায় তেমনি অন্যদিকে ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করা যেতে পারে। জরিপে অংশগ্রহণকারী বেশির ভাগ সংগ্রহকারী ডিপো বা অন্য ধরনের খালাসের ঘাটের সংখ্যা বৃদ্ধি করার সুপারিশ করেছে। সংগ্রহকারী ও প্রক্রিয়াজাতকারীর মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে মধ্যস্বত্বভোগীর সংখ্যা কমানো যেতে পারে।

সংগ্রহকারীদের দরকষাকষি করে কেনাবেচার অধিকার নিশ্চিত করা

বর্তমান জরিপের ফলাফল হতে দেখা গেছে, প্রায় ৬৬ শতাংশ সংগ্রহকারীর মতে দরকষাকষি করে পণ্য বিক্রয়ের ক্ষমতা না থাকায় তারা সঠিক মূল্য পায় না। অন্যদিকে প্রায় ৪৭ শতাংশ সংগ্রহকারীর মতে আড়তদারের সংখ্যা কম থাকায় তারা একচেটিয়া আচরণ করে, ফলে সংগ্রহকারীরা প্রকৃত মূল্য থেকে বঞ্চিত হয়।

বাজারদরের তথ্য সরবরাহ

সংগ্রহকারীরা বাজার সম্পর্কে সচেতন না হওয়ায় তাদেরকে মহাজন বা আড়তদারদের তথ্যের উপর বিশ্বাস করতে হয়। সুতরাং প্রকৃত বাজার দর ও বাজার সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য জানানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

সুন্দরবন পেশাজীবিদের সংগঠন/সমবায়/সমিতি

মূল্য-শৃংখলের নিচের স্ড়রের পেশাজীবিরা নিজেদের মধ্যে সমবায় বা গ্র"প গঠনের মাধ্যমে উপরোক্ত সমস্যাগুলি দূর করে শোষণের হাত থেকে নিজেদেরকে কিছুটা রক্ষা করতে পারে। এছাড়া বড় ধরনের সুফল পেতে হলে যৌথভাবে সম্পদ সংরক্ষণের ব্যবস্থাও করতে হবে। সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং সমবায় ভিত্তিক সংগ্রহের মাধ্যমে সুফল পাওয়া যেতে পারে। এ ব্যাপারে সুন্দরবন অঞ্চলে কর্মরত কয়েকটি এনজিও মৌয়াল ও বাওয়ালীদের সংগঠিত করার কাজ করছে- এক্ষেত্রে তারা সুফল পেতে শুর" করেছে। এ ধরনের ব্যবস্থার মাধ্যমে সংগ্রহকারীরা নিজেদের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে কেবল তাদের আয় বৃদ্ধিতেই সক্ষম হয়নি, নিজেদের ক্ষমতায়ন, আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি, সচেতনতা বৃদ্ধিতেও সক্ষম হয়েছে। টেকসই সম্পদ সংগ্রহ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় এ ধরনের ব্যবস্থা জোরালো ভূমিকা রাখতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জি

Ali, S. M. Z., Q. Shahabuddin, M. Rahman, and M. Ahmed (2009): The Supply Chain and Prices at Different Stages of Hilsha Fish in Bangladesh. Prepared for Policy and Planning Support Unit (PPSU), Ministry of Fisheries and Livestock, December (Draft Report).

Anon (2001): "Report on Socio-economic Baseline Study on the Impact Zone of the Sundarbans." Urban and Rural Planning Discipline, Khulna University, Khulna, Bangladesh.

BBS (2001); *Bangladesh Population Census 2001*, Govt. of Bangladesh, Dhaka.

— (2001): *Population Census 2001*,*Community Series.* Govt. of Bangladesh, Dhaka.

— (2001): *Zila Series.* Govt. of Bangladesh, Dhaka.

—(2007): *Household Income and Expenditure Survey 2005*. Govt. of Bangladesh, Dhaka.

—(2009): *Statistical Yearbook of Bangladesh 2008.* Govt. of Bangladesh, Dhaka.

Islam, K. M. Nabiul (2010): "Value Chains Derived from the Sundarbans Reserved Forest (SRF) Products." IPAC, IRG

Islam, K. M. Nabiul *et al* (2009): "Benefit Monitoring and Evaluation of Small Scale Water Resources Sector Project – II (SSWRDSP-II)." Local Government Engineering Department (LGED), sponsored by ADB, BIDS, Dhaka

Jacinto, E. R. (2004): "A Research Framework on Value Chain Analysis in Small-scale Fisheries." Tambuyog Development Center, Philippines.

Ong, J. E. (1995): "The Ecology of Mangrove Conservation and Management." Hydrobiologia, 295,343-351.

Rahman, M. Mokhlesur (2007): "Identification of Key Stakeholder Groups & Stakeholder Identification Methodology for Collaborative Management of the Sundarbans East Sanctuary and its Landscape." Center for Natural Resource Studies (CNRS).

Waggoner, P. E. and J. H. Ausbel (2001): "How much will Feeding more and Wealthier People Encroach on Forests? *Population and Development Review*, 27, 239–257.

পরিশিষ্ট

সারণি ১

সুন্দরবন সংশিণ্টষ্ট পেশাজীবিদের বার্ষিক আয়ের বিন্যাস : গোলপাতা

বিক্রেতার ধরন	মাসিক আয় (টাকায়)		স্থিতিকাল (মাসে)			বার্ষিক আয় (টাকায়)	মোট আয়ের শতাংশ
	ভরা মৌসুম	মন্দা মৌসুম	ভরা মৌসুম	মন্দা মৌসুম	সমন্বিত মন্দা মৌসুম		
সংগ্রহকারী	৬,৫৪৫	৩,০৩৮	৩.৪২	০.৮৫	০.৩৫১	২৩,৪৫১	২.৩৩
মাঝি/ব্যাপারী/ফড়িয়া	১০,১৬৪	৪,৯৪৩	৩.১৭	১.৩৩	০.৩৪৮	৩৩,৯৩৯	৩.৩৮
ছোট মহাজন	২২,০৫৯	৮,৭৭৯	৩.৩৮	০.৯৩	০.২৬৭	৭৬,৯০৪	৭.৬৫
বড় মহাজন	৮৯৯০৫	৪৩,৬১০	৩.২৯	৪.৪০	০.৬৪৪	৩২৩,৮৭৮	৩২.২৩
আড়তদার	৮১,৮৪০	৪৮,৬৯২	৪.৫০	-	-	৩৬৮,২৮০	৩৬.৬৫
পাইকার	২০,০২১	১৩,৫৮৪	৪.০০	৩.০০	১.২৭৭	৯৭৪২৫	৯.৬৯
খুচরা বিক্রেতা	১৩,৪৭২	৬,৫৮২	৪.৬৪	৪.৮৮	২.৮২৪	৮১,০৯৮	৮.০৭
মোট	২,৪৪,০০৬	১,২৯,২২৮	-	-	-	১,০০৪,৯৭৫	১০০.০০

নোট: বার্ষিক আয় মাসিক গড় আয়ের ভিত্তিতে ভরা মৌসুম এবং মন্দা মৌসুমের মধ্যে সমন্বয় করে বের করা হয়েছে। মন্দা মৌসুমের মাসগুলোকে কার্যদিবসের উপর ভিত্তি করে প্রকৃত কার্য-মাসে সমন্বয় ও রূপান্ড়রিত করা হয়েছে।

সারণি ২

সুন্দরবন সংশিণ্টষ্ট পেশাজীবিদের বার্ষিক আয়ের বিন্যাস : গুড়া মাছ

বিক্রেতার ধরন	মাসিক আয় (টাকায়)		স্থিতিকাল (মাসে)			বার্ষিক আয় (টাকায়) মন্দা মৌসুম	মোট আয়ের শতাংশ ভরা মৌসুম
	ভরা মৌসুম	মন্দা মৌসুম	ভরা মৌসুম	মন্দা মৌসুম	ভরা মৌসুম		
সংগ্রহকারী	৫,৬৭৫	৩,২৯৯	৫.৩৩	৬.৬৭	৫.১২৪	৪৭,১৫৩	৩.৮২
মাঝি/ব্যাপারী/ফড়িয়া	৯,৯১৩	৬,৬০৫	৭.০০	৫.০০	৪.৭০৭	১০০,৪৮১	৮.১৩
ছোট মহাজন	১৩,০৮০	৭,৮৪৮	৪.০০	৮.০০	৮.১২০	১১৬,০৪৬	৯.৩৯
আড়তদার	৮৮,৮১০	৩৫,২৩০	৫.০০	৭.০০	৫.৪৪৪	৬৩৫,৮৩০	৫১.৪৭
পাইকার	১৮,২০০	১৩,৬৫০	৫.০০	৭.০০	৭.০০০	১৮৬,৫৫০	১৫.১০
খুচরা বিক্রেতা	১৩,৭৮০	১১,৩০৭	৫.৫০	৬.৫০	৬.৫০০	১৪৯,২৮৬	১২.০৮
মোট	১৪৯,৪৫৮	৭৭,৯৩৯	-	-	-	১,২৩৫,৩৪৬	১০০.০০

নোট: বার্ষিক আয় মাসিক গড় আয়ের ভিত্তিতে ভরা মৌসুম এবং মন্দা মৌসুমের মধ্যে সমন্বয় করে বের করা হয়েছে। মন্দা মৌসুমের মাসগুলোকে কার্যদিবসের উপর ভিত্তি করে প্রকৃত কার্য-মাসে সমন্বয় ও রূপান্ড়রিত করা হয়েছে।

সারণি ৩

সুন্দরবন সংশিণ্টষ্ট পেশাজীবিদের বার্ষিক আয়ের বিন্যাস: সাদা (বড়) মাছ

বিক্রেতার ধরন	মাসিক আয় (টাকায়)		স্থিতিকাল (মাসে)			বার্ষিক আয় (টাকায়) মন্দা মৌসুম	মোট আয়ের শতাংশ ভরা মৌসুম
	ভরা মৌসুম	মন্দা মৌসুম	ভরা মৌসুম	মন্দা মৌসুম	ভরা মৌসুম		
সংগ্রহকারী	৬,৭০৪	৪,৯৯৭	৬.০০	৫.৭০	৪.৬২০	৬৩,৩১১	৪.৩৯
মাঝি/ব্যাপারী/ফড়িয়া	৮,৪০৪	৫,৯০১	৭.১৪	৪.৮৬	৪.৩০৫	৮৫,৪০৭	৫.৯২
ছোট মহাজন	১০,৪৬০	৬,৭৯৯	৫.৬৭	৫.৫০	৪.৩৭০	৮৯,০২৩	৬.১৭
বড় মহাজন	৫৭,৫০০	৪৬,২১০	৭.৬৭	৪.৫০	৪.৫০০	৬৪৮,৯৭০	৪৪.৯৭
আড়তদার	৩০,৮৬৭	১৬,৭৬১	৬.৩৩	৫.৬৭	৪.৫৬৪	২৭১,৮৮৮	১৮.৮৪
পাইকার	১৬,৮৬০	৯,৫১৫	৭.০০	৫.০০	৪.০৯২	১৫৬,৯৫২	১০.৮৮
খুচরা বিক্রেতা	১৩,৭৮০	৮,০৭৮	৬.৩৩	৫.৫০	৪.৯৮৮	১২৭,৫১৯	৮.৮৪
মোট	১৪৪,৫৭৫	৯৮,২৬১	-	-	-	১,৪৪৩,০৭০	১০০.০০

নোট: বার্ষিক আয় মাসিক গড় আয়ের ভিত্তিতে ভরা মৌসুম এবং মন্দা মৌসুমের মধ্যে সমন্বয় করে বের করা হয়েছে। মন্দা মৌসুমের মাসগুলোকে কার্যদিবসের উপর ভিত্তি করে প্রকৃত কার্য-মাসে সমন্বয় ও রূপান্ড়রিত করা হয়েছে।

সারণি ৪

সুন্দরবন সংশিণ্টষ্ট পেশাজীবিদের বার্ষিক আয়ের বিন্যাস: ইলিশ

বিক্রেতার ধরন	মাসিক আয় (টাকায়)		স্থিতিকাল (মাসে)			বার্ষিক আয় (টাকায়)	মোট আয়ের শতাংশ
	ভরা মৌসুম	মন্দা মৌসুম	ভরা মৌসুম	মন্দা মৌসুম	ভরা মৌসুম	মন্দা মৌসুম	ভরা মৌসুম
সংগ্রহকারী	৮,১৬০	৬,০৩৪	৩.৫০	২.৫০	১.৯৬	৪০,৪১৩	৩.৫১
মাঝি/ব্যাপারী	১৪,১৩৮	৯,২১৪	৫.০০	৪.০০	২.৮৯	৯৭,৩০৮	৮.৪৫
ছোট মহাজন	৪০,৮৯০	২২,১৪৯	৩.০০	৩.৪০	২.৯৩	১৮৭,৫১৭	১৬.২৯
বড় মহাজন	৬০,৮৯৬	৩৭,৮৭৩	৩.৬৭	২.৬৭	২.৪৫	৩১৬,১৯৫	২৭.৪৬
আড়তদার	৪৫,০০০	২১,১৫১	৪.৩৩	৭.৬৭	৫.২৩	৩০৫,৪৭৩	২৬.৫৩
পাইকার	১৬,৯৭৩	৯,৬৫৬	৪.৩৩	৭.৬৭	৬.১৩	১৩২,৬৯৩	১১.৫৩
খুচরা বিক্রেতা	৮,৬৯০	৫,৫৬১	৪.৩৩	৭.৬৭	৬.১৩	৭১,৭২২	৬.২৩
মোট	১৯৪,৭৪৭	১১১,৬৩৮	-	-	-	১,১৫১,৩২১	১০০.০০

নোট: বার্ষিক আয় মাসিক গড় আয়ের ভিত্তিতে ভরা মৌসুম এবং মন্দা মৌসুমের মধ্যে সমন্বয় করে বের করা হয়েছে। মন্দা মৌসুমের মাসগুলোকে কার্যদিবসের উপর ভিত্তি করে প্রকৃত কার্য-মাসে সমন্বয় ও রূপান্তরিত করা হয়েছে।

সারণি ৫

সুন্দরবন সংশিণ্টষ্ট পেশাজীবিদের বার্ষিক আয়ের বিন্যাস : গলদা চিংড়ি (বড়)

বিক্রেতার ধরন	মাসিক আয় (টাকায়)		স্থিতিকাল (মাসে)			বার্ষিক আয় (টাকায়)	মোট আয়ের শতাংশ
	ভরা মৌসুম	মন্দা মৌসুম	ভরা মৌসুম	মন্দা মৌসুম	ভরা মৌসুম	মন্দা মৌসুম	ভরা মৌসুম
সংগ্রহকারী	৬,৪৫০	৪,০৬৫	৬.৩৩	৫.৬৭	৪.৬৫	৫৯,৭৩৭	৬.১৫
ব্যাপারী/ফড়িয়া	৭,২০০	৪,২৪৮	৮.০০	৪.০০	৩.৩৮	৭১,৯৭২	৭.৪১
ছোট মহাজন	৭,৭৫০	৫,৪২৮	৭.০০	৪.০০	৩.৪৩	৭২,৮৬০	৭.৫০
বড় মহাজন	১৪,৪৪০	৭,২২০	৬.০০	৬.০০	৬.০০	১২৯,৯৬০	১৩.৩৮
আড়তদার	৩৪,১৫৪	২৫,৬১৬	৫.০০	৭.০০	৬.০৭	৩২৬,১৭৪	৩৩.৫৮
পাইকার	২২,৮০০	১৩,৯৯৫	৫.০০	৭.০০	৬.০৭	১৯৯,০০৭	২০.৪৯
খুচরা বিক্রেতা	১২,৪৭৭	৮,১১০	৫.০০	৭.০০	৬.০৭	১১১,৬৪৬	১১.৪৯
মোট	১০৫,২৭১	৬৮,৬৮২	-	-		৯৭১,৩৫৬	১০০.০০

নোট: বার্ষিক আয় মাসিক গড় আয়ের ভিত্তিতে ভরা মৌসুম এবং মন্দা মৌসুমের মধ্যে সমন্বয় করে বের করা হয়েছে। মন্দা মৌসুমের মাসগুলোকে কার্যদিবসের উপর ভিত্তি করে প্রকৃত কার্য-মাসে সমন্বয় ও রূপান্তরিত করা হয়েছে।

সারণি ৬

সুন্দরবন সংশিণ্টষ্ট পেশাজীবিদের বার্ষিক আয়ের বিন্যাস : বাগদা চিংড়ি (বড়)

বিক্রেতার ধরন	মাসিক আয় (টাকায়)		স্থিতিকাল (মাসে)			বার্ষিক আয় (টাকায়)	মোট আয়ের শতাংশ
	ভরা মৌসুম	মন্দা মৌসুম	ভরা মৌসুম	মন্দা মৌসুম	ভরা মৌসুম	মন্দা মৌসুম	ভরা মৌসুম
সংগ্রহকারী	৭,১৫০	৪,৫০৬	৬.৩৩	৫.৬৭	৪.৬৫	৬৬২২০	৫.৫০
ব্যাপারী/ফড়িয়া	১০,৫৮০	৫,৯২৫	৮.০০	৪.০০	৩.৩৮	১০৪৬৮৬	৮.৭০
ছোট মহাজন	১১,১৫০	৭,০৯০	৭.০০	৪.০০	৩.৪৩	১০২৩৫৯	৮.৫১
বড় মহাজন	১৪,১১০	৭,৯০২	৬.০০	৬.০০	৬.০০	১৩২০৭২	১০.৯৭
আড়তদার	৪৮,৯৫০	৩৬,৭১৩	৫.০০	৭.০০	৬.০৭	৪৬৭৪৭৬	৩৮.৮৪
পাইকার	২৫,০৫০	১৫,৩৭৬	৫.০০	৭.০০	৬.০৭	২১৮৬৪৬	১৮.১৭
খুচরা বিক্রেতা	১২,৫২০	৮,১৩৮	৫.০০	৭.০০	৬.০৭	১১২০৩১	৯.৩১
মোট	১২৯,৫১০	৮৫,৬৫০	-	-	-	১২০৩৪৯০	১০০.০০

নোট: বার্ষিক আয় মাসিক গড় আয়ের ভিত্তিতে ভরা মৌসুম এবং মন্দা মৌসুমের মধ্যে সমন্বয় করে বের করা হয়েছে। মন্দা মৌসুমের মাসগুলোকে কার্যদিবসের উপর ভিত্তি করে প্রকৃত কার্য-মাসে সমন্বয় ও রূপান্তরিত করা হয়েছে।

সারণি ৭

সুন্দরবন সংশিণ্টষ্ট পেশাজীবিদের বার্ষিক আয়ের বিন্যাস : গলদার পোনা

বিক্রেতার ধরন	মাসিক আয় (টাকায়)		স্থিতিকাল (মাসে)			বার্ষিক আয় (টাকায়)	মোট আয়ের শতাংশ
	ভরা মৌসুম	মন্দা	ভরা	মন্দা	ভরা		

		মৌসুম	মৌসুম	মৌসুম	মৌসুম	মন্দা মৌসুম	ভরা মৌসুম
সংগ্রহকারী	১৩,৫৯৩	৫,৮৪২	৩.৬৭	৮.০০	২.৩১	৬৩,৩৬৮	৭.২০
ব্যাপারী	৬৩,৩৭৫	২৮,৫৬৩	৩.০০	৩.০০	১.৪০	২৩০,১১৩	২৬.১৫
আড়তদার	১৩৪,৩০০	৯১,৭১৭	৩.০০	৪.৮০	২.০০	৫৮৬,৩৩৪	৬৬.৬৪
মোট	২১১,২৬৮	১২৬,১২২	-	-	-	৮৭৯,৮১৫	১০০.০০

নোট: বার্ষিক আয় মাসিক গড় আয়ের ভিত্তিতে ভরা মৌসুম এবং মন্দা মৌসুমের মধ্যে সমন্বয় করে বের করা হয়েছে। মন্দা মৌসুমের মাসগুলোকে কার্যদিবসের উপর ভিত্তি করে প্রকৃত কার্য-মাসে সমন্বয় ও রূপান্ড়রিত করা হয়েছে।

সারণি ৮

সুন্দরবন সংশিণ্টষ্ট পেশাজীবিদের বার্ষিক আয়ের বিন্যাস : বাগদার পোনা

বিক্রেতার ধরন	মাসিক আয় (টাকায়)		ছিতিকাল (মাসে)			বার্ষিক আয় (টাকায়)	মোট আয়ের শতাংশ
	ভরা মৌসুম	মন্দা মৌসুম	ভরা মৌসুম	মন্দা মৌসুম	ভরা মৌসুম	মন্দা মৌসুম	ভরা মৌসুম
সংগ্রহকারী	৮,৪৬০	৩,২৯৯	৪.৪০	৫.৬৭	২.৮১	৪৬,৫০৫	২২.১০
ব্যাপারী	১১,০৭৫	৫,১৮০	৩.০০	৩.০০	৩.০০	৪৮,৭৬৫	২৩.১৭
আড়তদার	৩০,৭২০	১৭,১৪৬	৩.০০	৩.০০	১.৩৪	১১৫,২০৪	৫৪.৭৪
মোট	৫০,২৫৫	২৫,৬২৫	-	-	-	২১০,৪৭৪	১০০.০০

নোট: বার্ষিক আয় মাসিক গড় আয়ের ভিত্তিতে ভরা মৌসুম এবং মন্দা মৌসুমের মধ্যে সমন্বয় করে বের করা হয়েছে। মন্দা মৌসুমের মাসগুলোকে কার্যদিবসের উপর ভিত্তি করে প্রকৃত কার্য-মাসে সমন্বয় ও রূপান্ড়রিত করা হয়েছে।

সারণি ৯

সুন্দরবন সংশিণ্টষ্ট পেশাজীবিদের বার্ষিক আয়ের দশক : চিংড়ি পোনা

আয়ের দশক	আয়ের অংশ (শতাংশে)
	চিংড়ি পোনা
১ম দশক	০.৯
২য় দশক	৩.৫
৩য় দশক	৪.৮
৪র্থ দশক	৬.০
৫ম দশক	৬.৩
দশহারী : ১ম - ৫ম	২১.৫
৬ষ্ঠ দশক	৭.৩
৭ম দশক	৯.০
৮ম দশক	১১.২
৯ম দশক	১৪.২
১০ম দশক	৩৬.৮
দশহারী : ৬ষ্ঠ - ১০ম	৭৮.৫
দশহারীর অনুপাত : ১ম দশক হইতে ১০ম দশক	১:৪০.৯
গিনি নির্দেশিকা (Gini Co-efficient)	০.৪৪

সারণি ১০

সুন্দরবন সংশিণ্টষ্ট পেশাজীবিদের বার্ষিক আয়ের বিন্যাস : কাঁকড়া

বিক্রেতার ধরন	মাসিক আয় (টাকায়)		ছিতিকাল (মাসে)			বার্ষিক আয় (টাকায়)	মোট আয়ের শতাংশ
	ভরা মৌসুম	মন্দা মৌসুম	ভরা মৌসুম	মন্দা মৌসুম	ভরা মৌসুম	মন্দা মৌসুম	ভরা মৌসুম
সংগ্রহকারী	১২,১৩০	৫,৮২০	৫.০০	৬.২৭	৪.৪১	৮৬,৩৩৪	৩.৫৮

ফড়িয়া/ব্যাপারী	১৮,৮৫৯	১০,৫৬০	৬.০০	৫.৬৪	৪.৩০	১৫৮,৫৮২	৬.৫৮
ছোট মহাজন	৩৬,১২৩	১১,৭৬৮	৫.২৯	৪.১৭	৩.৪১	২৩১,২৬৪	৯.৬০
বড় মহাজন	৬৪,০৩৪	২১,৫৫৮	৬.০০	৫.৫০	৪.৭৮	৪৮৭,৩০৭	২০.২২
আড়তদার	৮৬,২৬২	৬০,৯৪৪	৫.৬৭	৬.১১	৫.৩২	৮১৩,৫১২	৩৩.৭৬
পাইকার	৮০,১০০	৩২,১০৪	৫.৬৭	৬.১১	৫.৫৫	৬৩২,৪৯০	২৬.২৫
মোট	২৯৭,৫০৮	১৪২,৭৫৪	-	-	-	২,৪০৯,৪৮৯	১০০.০০

নোট: বার্ষিক আয় মাসিক গড় আয়ের ভিত্তিতে ভরা মৌসুম এবং মন্দা মৌসুমের মধ্যে সমন্বয় করে বের করা হয়েছে। মন্দা মৌসুমের মাসগুলোকে কার্যদিবসের উপর ভিত্তি করে প্রকৃত কার্য-মাসে সমন্বয় ও রূপান্তরিত করা হয়েছে।

সারণি **১১**

সুন্দরবন সংশিণ্টষ্ট পেশাজীবিদের শ্রেণীভিত্তিক বার্ষিক আয়ের দশক: কাঁকড়া

আয়ের দশক	আয়ের অংশ (শতাংশে)
	কাঁকড়া
১ম দশক	১.২
২য় দশক	২.৬
৩য় দশক	২.৯
৪র্থ দশক	৪.৩
৫ম দশক	৪.৫
দশহারী : ১ম - ৫ম	১৫.৫
৬ষ্ঠ দশক	৬.৭
৭ম দশক	৯.১
৮ম দশক	৯.২
৯ম দশক	১৭.৮
১০ম দশক	৪১.৭
দশহারী : ৬ষ্ঠ - ১০ম	৮৪.৫
দশহারীর অনুপাত : ১ম দশক হইতে ১০ম দশক	১: ৩৪.৮
গিনি নির্দেশিকা (Gini Co-officient)	০.৫২

সারণি **১২**

সুন্দরবন সংশিণ্টষ্ট পেশাজীবিদের বার্ষিক আয়ের বিন্যাস : মধু

বিক্রেতার ধরন	মাসিক আয় (টাকায়)		স্থিতিকাল (মাসে)			বার্ষিক আয় (টাকায়)	মোট আয়ের শতাংশ
	ভরা মৌসুম	মন্দা মৌসুম	ভরা মৌসুম	মন্দা মৌসুম	ভরা মৌসুম	মন্দা মৌসুম	ভরা মৌসুম
সংগ্রহকারী	৬,৩৬৫	৪,৪৯৭	২.৩৩	-	-	১৪,৮৩০	৫.৭৮
ফড়িয়া/ব্যাপারী	১৪,০৪৫	৬,১০২	২.৩৩	-	-	৩২,৭২৫	১২.৭৬

ছোট মহাজন	১৬,৮২০	৩,৯৩৩	২.৫০	৬.০০	২.৪০	৫১,৪৮৯	২০.০৭
বড় মহাজন	২৪,৮৮০	৮,২১৭	২.০০	৪.০০	-	৪৯,৭৬০	১৯.৪০
আড়তদার							
পাইকার	২৬,৮৩২	৭,৫০৫	২.০০	-	-	৫৩,৬৬৪	২০.৯২
খুচরা বিক্রেতা	৭,৪০০	৩,১৮২	৭.০০	৫.০০	০.৭১	৫৪,০৬৮	২১.০৮
মোট	৯৬,৩৪২	৩৩,৪৩৬	-	-	-	২৫৬,৫৩৬	১০০.০০

নোট: বার্ষিক আয় মাসিক গড় আয়ের ভিত্তিতে ভরা মৌসুম এবং মন্দা মৌসুমের মধ্যে সমন্বয় করে বের করা হয়েছে। মন্দা মৌসুমের মাসগুলোকে কার্যদিবসের উপর ভিত্তি করে প্রকৃত কার্য-মাসে সমন্বয় ও রূপান্ড়রিত করা হয়েছে।

সারণি ১৩

সুন্দরবন সংশিণ্টষ্ট অঞ্চলের আয়ের বিন্যাস এবং আয় বৈষম্য

সুন্দরবনের উৎপাদিত দ্রব্য	আয়ের অনুপাত শতাংশে		দশহারীর অনুপাত ১ থেকে ১০	গিনি নির্দেশিকা
	নিচেরস্ড়রের পেশাজীবিদের অর্ধাংশ (দশক ১ থেকে ৫)	উচ্চস্ড়রের পেশাজীবিদের অর্ধাংশ (দশক ৬ থেকে ১০)		
গোলপাতা	১৬.৬	৮৩.৪	১ : ২০.৫	০.৫১
গুড়া মাছ	১৪.২	৮৫.৮	১ : ৩৩.৫	০.৫৩
সাদা বড় মাছ	২০.৩	৭৯.৭	১ : ১৯.১	০.৪৪
ইলিশ	১৬.৪	৮৩.৬	১ : ৪২.৯	০.৪৮
গলদা চিংড়ি (বড়)	-	-	-	-
বাগদা চিংড়ি (বড়)	-	-	-	-
গলদা চিংড়ি (ছোট)	-	-	-	-
বাগদা চিংড়ি (ছোট)	-	-	-	-
চিংড়ি পোনা (গলদা ও বাগদা)	২১.৫	৭৮.৫	১ : ৪০.৯	০.৪৪
কাঁকড়া	১৫.৫	৮৪.৫	১ : ৩৪.৮	০.৫২
মধু	২২.২	৭৭.৮	১ : ১৭.১	০.৪০
সুন্দরবনের সকল সম্পদ	১৫.৫	৮৪.৫	১ : ২৯.৩	০.৫২

সারণি ১৪

উপকূলের জেলা ভিত্তিক আয় বৈষম্য (গিনি নির্দেশিকা)

উপকূলীয় জেলা	প্রকল্প এলাকা ১ (২টি গ্রাম)		প্রকল্পের বাহিরের এলাকা ২ (১টি গ্রাম)	
	দশহারীর অনুপাত ১ থেকে ১০	গিনি নির্দেশিকা	দশহারীর অনুপাত ১ থেকে ১০	গিনি নির্দেশিকা
যশোর	১ : ৬.৫	০.৩৪	১ : ৪.৫	০.২৬
খুলনা	১ : ৪.৭	০.২৭	১ : ৩.২	০.১৯

উপকূলীয় জেলা	প্রকল্প এলাকা ১ (২টি গ্রাম)		প্রকল্পের বাহিরের এলাকা ২ (১টি গ্রাম)	
	দশহারীর অনুপাত ১ থেকে ১০	গিনি নির্দেশিকা	দশহারীর অনুপাত ১ থেকে ১০	গিনি নির্দেশিকা
বরিশাল	১ : ৯.১	০.৩৬	১ : ৫.৪	০.২৬
পটুয়াখালী	১ : ৯.১	০.৩৬	১ : ৭.৩	০.৩৪
গোপালগঞ্জ	১ : ৫.৩	০.২৮	১ : ৪.৬	০.২৭
লক্ষ্মীপুর	১ : ৯.৮	০.৩৬	১ : ৮.২	০.৩৬
কক্সবাজার	১ : ৬.৮	০.৩৩	১ : ৪.০	০.২২

উৎস: ইসলাম (২০০৯)।